উৎসর্গ পত্র।

পরমারাধ্য পিতৃদেব

শ্রীযুক্তেশ্বর সুখময় বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু।

পিতৃদেব!

আপনার প্রাকৃতিক অসীম স্নেহাম্বু বর্ষণে এই শুষ্কপ্রায় তরু হইতে যে অভিনব "পুনর্ম্মিলন" প্রসূন প্রস্ফুটিত হইয়াছে, ভক্তি-চন্দন সহকৃত তাহাই আপনার শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিলাম। জানিনা এ "প্রসূন' আপনার শ্রীপাদপদ্মের পূজোপযোগী হইবে কি না।

কর্ম্মফল জগৎকারুণিক পরম পিতার পাদপঙ্কজে সমর্পণ করিলাম।

আপনার স্নেহের

অবোধ সন্তান।

ভূমিকা।

"পুনর্ম্মিলন" একখানি অতি ক্ষুদ্র ও সামান্য পুস্তক সুতরাং ইহার ভূমিকায় এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করা নিষ্প্রয়োজন। প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং পৌরাণিক বিষয় লইয়া বিস্তর পদ্য রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এরূপ পদ্য-প্লাবিত বঙ্গদেশে নূতন পদ্যগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া কীর্ত্তির উচ্চ আসন পাইবার প্রত্যাশায় আমি এ পুস্তক রচনা করি নাই। কল্পনা-প্রসূত উপন্যাস প্রিয় শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের নিকট ও জনসাধারণের নিকট রচনার পরিচয় দিয়া যে তাঁহাদের তৃপ্তি সাধন করিব এরূপ আশা মাদৃশ স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তির পক্ষে দুরাশা-মাত্র, কেবল নিম্নলিখিত মহোদয়গণের উৎসাহে ও যত্নে আমি এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছি। "পুনর্ম্মিলন" প্রকাশ করা নিতান্ত বাতুলের কার্য্য জানিয়াও মনের উচ্ছ্বসিত আবেগ মনে মনে সংবরণ করিতে অক্ষম হইয়া এই ক্ষুদ্র রচনাখানি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। এই পুস্তক পাঠে যদি এক ব্যক্তিরও মনে ধর্ম্মভাবের ও ভক্তিরসের উদয় হয় তাহা হইলে আমার সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

পরিশেষে আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে M. H. Arnott Esqr. (Superintending Engineer),

R. C. Edge Esqr. (Executive Engineer), E. E. Desbrulais Esqr. (Assistant Engineer), P. W. D. পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যারত্ন, শ্রীশ্যামাচরণ ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীসৌরিপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীগণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ এ বিষয়ে আমায় উৎসাহ প্রদান ও সাহায্য না করিলে আমি কখনই ইহা প্রকাশ করিতে পারিতাম না।

উত্তরপাড়া।
১৪ই পৌষ,
১৩১৬ সাল

বিনীত
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রস্তাবনা।

আমি উদার গম্ভীর ধীর তান লয় যুক্তা
কোথা পাব নারদের বীণা,
আপনার হাতে গড়া এ বীণা আমার
আপনি বাজাই একটানা।

সব বোল নাহি বলে পারেনা বলিতে
জানে শুধু যাহা সাধারণ,
অপরের গীত যাহা আপনার স্বরে
এ বীণায় করি আলাপন।

জানি আমি সকলের লাগিবে না ভাল
বেতর বীণার এই গান,
তাহে মোর দুঃখ নাই সাধিয়াছি যাঁরে
যদি পাই তাঁর কৃপা-দান।

সে যে দেবতা আমার! নির্ব্বিকার তুষ্ট শুধু
গন্ধহীন ধুতুরার ফুলে,
তাইতে তুলেছি পুষ্প সৌরভ বিহীন
ছিল যাহা হৃদয়ের কূলে।

আপনার ভাব দিয়ে ভাবি দেবতায়
গেয়েছি দেবের মিলন,
দুর্ব্বল হৃদয়ে ছিল যেটুকু শকতি
করিয়াছি শক্তি আরাধন।

তাহে যদি দোষ হয় তোমাদের কাছে
দেবতার কাছে সেটা নয়,
যাহার যেটুকু আছে সেই টুকু দিয়ে
চিরকাল তাঁর পূজা হয়।

ওগো! গাইতে জানিনা তবু এসেছি শুনাতে
শুধু দেবতার গান বলি,
শ্রবণে কিছুনা কিছু আছে উপকার
নহে মরতের ঢলাঢলি।

যে দেব দেবীর বরে দুই দিন হ'ল
যাহাদের হয়েছে মিলন
সেই ভ্রাতৃগণ করে অতি যত্নে দিনু
তাঁহাদেরই "**পুনর্ম্মিলন**।"

মধুর মিলন হেরি দুঃখিনী ভারত
জুড়াক বিষাদ শ্রান্ত প্রাণ,
সর্ব্বপাশ নাশকারী ভৈরব ভৈরবী
করুন হৃদয়ে শান্তি দান।

পুনর্ম্মিলন।

মহাযোগী মহেশ্বরের বিলাপ।

কৈলাস শিখরে বসি, মহাযোগীবর
পদ্মাসনে মগ্ন ধ্যানে, মধ্যাহ্ন তপন
সম তেজে প্রজ্জলিত ; অহিগণ নৃত্য
করে দেহের উপর। নৃমুণ্ডের মালা
দল লভিয়া নূতন প্রাণ দৈব দেহ
পরশনে হাসিতেছে অট্ট অট্ট হাস,
জ্বলে বহ্নি ধক্ ধক্ ললাট ফলকে ;
নিম্নে তার ক্রীড়া করে চন্দ্র শিশু। কর্ণে
শ্বেত ধুতুরারি ফুল, শুভ্র আকন্দের
মালা বিরাজিত বক্ষঃস্থলে ; আনন্দিত
মনে তারা খেলিছে আপন মনে। গাঙ্গ
বারি জটাভারে ঝরিতেছে অবিরল,
পরিধানে বাঘাম্বর, ভৈরব আকৃতি
ভূত প্রেত আদি নৃত্য করে সহ নন্দী
ভৃঙ্গি করে লয়ে মহাশূল। মহাসিন্ধু
সম শান্তি বিরাজিত সেই পুণ্যধামে।

যে অবধি সতী, দক্ষ যজ্ঞানলে প্রাণ
ত্যজিয়াছে শিবনিন্দা শুনি, সে অবধি
মনিহারা ফণী প্রায় কাঁদি অবিশ্রান্ত,
এতকাল মহাধ্যানে ছিলেন মহেশ।
ধারাধর সম আচম্বিতে বর্ষে নীর
ত্রিনয়নে, উন্মিলিয়া নয়ন কমল
চাহি উর্দ্ধ পানে কহিলেন মর্ম্মব্যথা।

ওগো ইন্দু নিভাননে, কৈলাস বাসিনি!
প্রস্তরে বাঁধিয়া হৃদি ওগো সুলোচনে,
নির্ব্বাক জলধী সম আছ শান্ত ভাবে
স্থির নেত্রে! চাহি শুধু উর্দ্ধ পানে এক
মনে কি যেন ভাবিছ গভীর ভাবনা!
কহগো সজনি! কবে ঐ চাঁদ মুখে
হবে সুধা বরিষণ? বহিয়ে হৃদয়
অবিরল আনন্দাশ্রু ঝরিবে নয়নে,
পিয়ে সুধা প্রাণ ভরে আমি গো ভবানি!
জুড়াব প্রাণের জ্বালা পাব শান্তি ধন।
বসি এক মনে একাসনে মহাধ্যানে
ভাবিতেছ জগতের গতি অবিরাম,
অকাতরে বর্ষি অমৃতের ধারা জীবে
তুষিছ শঙ্করি। নমি তব পদাম্বুজে
ঝাঁপ দিনু দুরন্ত প্রেমসিন্ধু সলিলে

সর্ব্বানি; দুর্ণিবার আশা ও পাদ পদ্ম।
কহ দেবি ! মিটিবে কি দুরন্ত আকাঙ্খা
আমার ? উত্তপ্ত মরুর মাঝে তৃষিত
পথিক সম ফিরাওনা মোরে, হে মোক্ষ
প্রদায়িনি ! এ মম মিনতি শ্রীপদ কমলে।

হে সুর সুন্দরি ! আনন্দের পূর্ণ ছটা
উদ্ভাসি নয়নে, ঢালিতেছ সুধাসিন্ধু
হৃদয়ে সজনি ! বিকাশিছ জ্যোতির্ম্ময়ী
অকলঙ্ক মোহিনী মূরতী। সোহাগের
রত্নহার পরিয়া গলায়, অনিন্দিত
কেশপাশ চুমায়ে চরনে শোভিতেছ
সম্মুখে আমার ; পুর্ণিমার শশধর
জিনি ও বদন, নীলোৎপল আঁখি দুটী,
পক্ক বিম্বফল শোভিত অধরে, কোটী
কোটী চন্দ্র সূর্য্য বাঁধা শ্রীচরণে। দিবে
কি হৃদয়ে চিরতরে অবিরল সুধা ?
জুড়াবো হৃদয় জ্বালা লভিয়া তোমারে।

ওগো সুহাসিনি ! উপাড়ি হৃদয় পদ্ম
মিশায়ে চন্দনে, নেত্র বিল্বদল, পাদ্য
আঁখি জল, গাঁথি মালা সোহাগের ফুলে

সঁপিলাম পাদ পদ্মে। কহ গো সজনি!
পোহাবে কি বিভাবরী ? দুজনেতে মিলি
নিভৃতে নিকুঞ্জ মাঝে, হয়ে কুতূহলী
গাঁথিব লো প্রণয়ের হার, মধুমাখা
হাসি মুখে, নয়নে নয়নে অবিরত
মন খুলি কহিব প্রাণের কথা। শত
বর্ষ কাল সহিয়া বিরহ জ্বালা, মন্দাকিনী
রূপে মিশেছিলে মম বক্ষে ; সজনি লো !
তেমতি দিবে কি মিশিতে কভু শঙ্করি
তোমার হৃদয়ে ? জাল বদ্ধ বিহঙ্গম
সম একমনে অহরহঃ ভাবি আমি
তোমার ভাবনা, ঘোর নিশাকালে যবে
নিদ্রিতা ধরণী ; দিবা অবসানে যথা
চক্রবাক, চক্রবাকী তরে থাকে বসি,
তেমতি সজনি ! একা শুধু বসে থাকি
আশাপথ চাহি তোমার প্রেয়সী। দেখা
পাই কত দিন শিয়রে বসিয়া বস্ত্রা-
ঞ্চলে মুছাইতে অশ্রুসিক্ত নিদ্রাগত
বদন আমার। উন্মিলিয়া আঁখি হেরি
সব শূন্যময় তথা ; শুধু থাকে মাত্র
তথা স্বপনের মোহমাখা আধ ছবি।

সুধা প্রসবিনি ! হৃদয়ের কেন্দ্র স্থলে
বসি সিংহাসনে, বিহর গো প্রাণমন
সনে আনন্দে, চক্ষুহীন আমি গো শিবে।

কেমনে চিনিব বল তোমার মোহিনী
মুরতী ? বিশ্বরূপে বিশ্বঘটে লুকায়ে
সদা বিরাজিছ ; তুমি ধনি ! কোটী কোটী
বিশ্ব পলকে সৃজিয়া পুন সংহারিছ।
প্রহেলিকাময় কৌশল তোমার। কভু
কিগো উদ্‌ঘাটিবে হৃদয় কপাট ?
সখি ! মায়াময় বিশ্বরাজ্যে আসি একা,
কল্পনার রাজ্য মধ্যে ঘুরিয়া সতত ;
কাঁদি শুধু নিরবধি আকুল অন্তরে।
কই আশ্রয় ত পাই না সেথা, ঘুচিবে
কি মনস্তাপ আমার সজনি ? শরণ
লইনু পদে, ওগো নগেন্দ্র নন্দিনি !

জীবন সঙ্গিনি ! আশার ছলনে ভুলি
ঘুরি আমি সদা আকাশ কুসুম সম
হয় গো সজনী। বাড়ে শুধু তীব্রতর
মরম যাতনা, লেশ মাত্র নাই সেথা
শান্তি সুধাবারি, মণী লোভে যদি যায়
ফণীর আবাসে প্রাণনাশ হয় শুধু
লভে কিগো মণী ? অজ্ঞান অধম আমি
ফিরি দ্বারে দ্বারে শান্তির অনন্ত সুখ
লভিবার তরে, কাল কূটে ভরা বিশ্ব,
বিষভরা কুম্ভ মুখে যেমতি সজনী

থাকে মধু, অন্ধ আমি ভ্রমে পড়ে মরি
নিস্তারিনী। সৃজিয়া মায়াতে মোরে, ওগো
শুভাননি! অর্পিয়াছ তুমি সংহারের
ভার; অলীক গৌরব তার জানিয়াছি
ধনি। একা সার বস্তু তুমি ত্রিভূবনে!
মৃত পুত্তলিকা সম আছি ত্রিনয়নী
বিরহে তোমার; আর কত সব জ্বালা
তাপিত পরাণে? বল, বল চন্দ্রাননে!
কত দিনে মিটাইবে অভাগার সাধ?
সঁপিলাম হৃদি পদ্ম চরণে তোমার।

ওগো বরাননে! কতকাল হৃদে ধরি
আশা, মিটাবো পিপাসা; শত ধার প্রাণ
মোর দেখলো সজনি! নিদাঘ আতপ
তাপে জ্বলে যথা তরুলতা হুহুরবে,
দাবাগ্নি দহিত যথা কাঁদে বনরাজি,
সংসার-পিড়ীত যথা জ্বলে হতাশ্বাসে,
ঝঞ্জবাতে বিক্ষোবিত কম্বে যথা মহা
সিন্ধু বারি; তেমতি প্রেয়সী দেখ প্রাণ
জ্বলে প্রাণেশ্বরী। আরতো সহেনা প্রিয়ে
প্রাণে বিচ্ছেদ যাতনা তোমার, অসহ্য
সেই তুষানল। এস, এস কাত্যায়নী,

বিরাজিয়ে হৃদয় কমলে নির্ব্বাপিত
কর সে কাল ফণীর বিষ; হেরিতে কি
পাব কভু ও চন্দ্র বদন বিধুমুখি ?
এতেক কহিয়া হর চাহি উর্দ্ধপানে
রহিলেন যোড় করে। হেন কালে তথা,
দ্বাদশার্ক সম তেজ উদিল গগনে ;
কূজনিল পাখি কুল তমালের ডালে,
তালে তালে নাচে শিখি পুচ্ছ খুলে, অলি
কুল মধুলোভে ছুটীল চৌদিকে, ফুল
দল ফেলাইলা দূরে লজ্জা আবরণ,
গন্ধসহ গন্ধবহ আমোদিল দশ
দিক, বনরাজি যেন জুড়ালো প্রাণের
জ্বালা নব বর্ষা সমাগমে, সাজিলেন
ধরা সতী নীলিমা বসনে, আচম্বিতে
স্বর্গীয় সৌরভে বিশ্ব পুরিল অমনি,
ধীরে ধীরে আকাশ সম্ভবা বানী মধু
মাখা স্বরে কহিলা মহেশে। প্রাণনাথ !
যে অবধি যজ্ঞানলে ত্যজিয়াছি প্রাণ,
সে অবধি সহিতেছি বিরহ যাতনা,
জন্মিয়া পার্ব্বতী রূপে হিমালয় গৃহে
অবিলম্বে বরিব তোমায়, অবসান
হবে দুঃখ নিশা। আশ্বাসিয়া মহেশ্বরে
মিলিলা অম্বর তলে বিশ্বের জননী।

শুনিয়া আকাশ বাণী নীরবে কাঁদিলা
মহেশ। প্রেমাশ্রুনীরে তিতিল হৃদয়,
গজমুক্তা সম অবিরল ঝর ঝর
বহিতে লাগিল বারি ধারা ত্রিনয়নে,
আতপের তাপে গলি তুষার পর্ব্বত,
মনের উল্লাসে ধায় স্রোতস্বতী রূপে
তীব্র বেগে সিন্ধুপানে। আনন্দে অধীর
প্রাণে নাচিল গৌরীশ তাণ্ডব নর্ত্তনে,
মেঘ দরশনে যথা নাচে শিখিকুল;
পুষ্প বৃষ্টি হল দশদিকে; ঘনঘোর
রোলে বাজিল দুন্দুভি ধ্বনি, সুরপুরে
দেবগণ নাচিল হরষে; আনন্দিত
মনে ধরিলা প্রকৃতি সতী প্রণয়ের গান।

হেন কালে দেবগণ মিলিয়া সকলে
বেদমন্ত্রে কত পূজিয়া মহেশে, স্তব
গানে প্রেমাবেশে তুষিলা তাঁহারে। বসি
মরাল আসনে দেব পিতামহ, জপ
মালে হরিনাম জপিতে জপিতে, দশ
দিক উদ্ভাসিয়া লোহিত বরণে আসি
জিজ্ঞাসিলা ত্রিলোচনে। বৃষভ বাহন!
পুরিল কি তব সাধ হে বিশ্ব নিদান?

শুনিলে কি মধুমাখা উমার বচন ?
বল, বল দেব শান্ত হোক আমাদের
হৃদয় আবেগ! যে অবধি সতী প্রাণ
ত্যজি দক্ষালয়ে ছেড়ে গেছে তোমাধনে,
সে অবধি তোমা তরে কাঁদিতেছি মোরা
সবে। এতেক কহিয়া আশ্বাসিয়া হরে
ধ্যানে মগ্ন হইলেন দেব পদ্মযোনী।

পক্ষীন্দ্রের ভরে উঠিল গগন মাঝে
উত্তাল তরঙ্গ, নীল বর্ণ আভাময়
হইল ধরণী, শঙ্খ ঘণ্টা নাদে বিশ্ব
পুরিল অমনি, সখাসনে রতিরাজ
গাহিল বিরহ গান প্রফুল্ল অন্তরে।
নব নীরদ বরণ আভা, নীলপদ্ম
সম নয়নের শোভা, আহা! বনমালা
কিবা বিরাজিত বক্ষঃস্থলে, চারি ভূজে
শোভে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম, বাম ভাগে
বিকশিত কমলিনী সম শোভে রমা
পদ্মাননা, যথা শোভে নীরদের কোলে
সৌদামিনী। আসি উতরিয়া দোঁহে, হাসি
জিজ্ঞাসিলা দেব ত্রিলোচনে। নাথ! উমা
সনে হইল কি সুখ আলাপন ? শান্তি-
রত্ন পেলে কি হৃদয়ে ? কতদিনে জন্মিবেন
গিরিব্রজপুরে ভবজায়া ? এত কহি

দুইজনে মিশিলেন মহেশ হৃদয়ে।
আত্মানন্দে আত্মারাম হইলা বিভোর।

এক প্রাণে কতক্ষণ রহিলা নীরবে।
দেবগণ প্রেমানন্দে লাগিলা নাচিতে,
স্বর্গীয় সৌরভে ধরা ভরিল অমনি ;
মৃদু মধু হাসি কহিলা গৌরীশ। নাথ !
যে কাল ফণীর বিষে এতকাল পুড়ে
অহরহঃ, ভস্ম রাশি সম হৃদি মোর
ছিল অচেতনে, শুনি মধুর আকাশ
সম্ভবা বাণী নির্ব্বাপিল বিরহানল।
অভিভূ হৃদয়ে শান্তি অভয়ার বরে।
কহিও আমারে ভাই, আনন্দ-দায়িনী
যবে জন্মিবেন হিমালয় গৃহে, পাই
যেন সহায়তা সে ধনের লাগি, এত
বলি সুমধুর স্বরে সম্ভাষিয়া দেব-
গণে, যোগাসনে বসিলেন যোগেশ্বর।
স্তব্ধ হল বনস্থল, সগণে নাচিল
নন্দী ভৃঙ্গি হর হর ব্যোম ব্যোম রবে।

মেনকার স্বপ্ন ও গর্ভ সঞ্চার।

কনক আসনে বসি হিমগিরিরাজ
বামে লয়ে মেনকা রূপসী। পাত্র মিত্র
আর সভাসদগণে পূর্ণ সভাস্থল,
নিয়মিত রাজকার্য্য সাঙ্গ করি গিরি-
নাথ নানা ধন রত্ন বিতরিলা অকাতরে।
সভাতল হইলে নিস্তব্ধ, হাসি মুখে
প্রেমের আবেশে কহিলেন গিরিরাণী।
হৃদয় বল্লভ! যবে গঙ্গা চলি গেলা
ত্যজি এ সুবর্ণ পুরী, করে ধরি তার
কাঁদিলাম আমি কত, কহিলাম তারে,
মাগো! না পুরিতে বাসনা মোদের, কেন
অকারণে ত্যজিতেছ নিস্তারকারিনী?
কত অপরাধ বুঝি করেছি মা মোরা
তেঁই কি পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ কাঁদায়ে
মোদের যাইতেছ পতি পাশে? জান না
জননী! কত সাধ ছিল মনে অর্পিতে
তোমারে মনমত বরে; কিন্তু সে সাধে
ঘটিল বিষাদ। হায়! নিদারুণ বিধি

নিরাশা সাগরে নিক্ষেপিলা দুইজনে।
জান ত মা ! কন্যাধনে যবে স্বামী গৃহে
পাঠায় জননী কত শত চিন্তা আসি
জ্বালায় জননী প্রাণ। বাছা বলিব কি
তোরে, করি এই আশীর্ব্বাদ, স্বামী সনে
কভু যেন বিচ্ছেদ না হয়; এত কহি
কাঁদিলাম পুনঃ। ধীরে ধীরে উত্তরিলা
গঙ্গা সজল নয়নে। " মাগো ! সতী শোকে
ব্যাকুলিত হয়েছে ধূর্জ্জটী, কমণ্ডলু
মাঝে যবে রেখেছিল দেব পদ্মযোনি,
কাঁদি নিরবধি কহিতেন মোরে। "ভব
নিস্তারিণি ! কন্যারূপে আমি সমর্পিব
ত্রিলোচনে"। তাই মাগো ! করেছিনু তাহা
অঙ্গিকার। বৃথা কাঁদিওনা তুমি, লভি
জন্ম পুনরায় তোমার জঠরে, গৌরী
রূপে বরিব শঙ্করে, মিটিবে তোমার
সাধ, ওমা গিরিরাণি ! শান্ত হও এবে,
দিয়ে পদ ধূলি, যেতে দে মা হাসি মুখে,"
এত বলি চলি গেলা শঙ্কর গেহিনী।

নাথ ! গত নিশা অবশানে দেখিলাম
এক অদ্ভুত স্বপন। কণ্টকিত অঙ্গ
মোর, সে অবধি বাম আঁখি স্পন্দে ঘন
ঘন, নাচিছে পুলকে হিয়া অহরহঃ।

দেখিলাম শিয়রে বসিয়া ডাকিতেছে
মা মা রবে অলৌকিক বালিকা মূরতি,
কিবা অপরূপ রূপ ! রূপের ছটায়
দশদিক যেন উদ্ভাসিত, দশভূজা
মূরতি তাঁহার, দশভুজে বিরাজিত
তীক্ষ্ণধার অস্ত্র নানাবিধ, বিম্বদল
সম শোভে ত্রিনয়ন, শ্রীমুখ পঙ্কজে।
ঘোর হুহুঙ্কার রবে নাগপাশে বাঁধি
দৈত্য রাজে, হাসিতেছে অট্ট অট্ট হাস,
মত্ত কেশরীর সনে হাসি করে খেলা,
অতসী কুসুম সম আভাময় দেহ,
পদনখে বিরাজিত কোটী কোটী চন্দ্র
সূর্য্য, যোড় করে দেবগণ শত মুখে
স্তবিছে মাতারে, সবে নিমিলিত আঁখি,
তিতিছে প্রেমাশ্রুনীরে সবার হৃদয়;
হেন রূপ কভু হেরি নাই এ জীবনে !
আদরে সম্ভাষি মোরে কহিলেন মাতা।
মাগো ! বহু কালাবধি পুজিতেছ মোরে,
তেঁই কন্যা রূপে জন্মিয়া শিখর কুলে
বরিব শঙ্করে, পুরিবে বাসনা তব,
জানাও মা গিরিনাথে এই আবেদন।
এত বলি মিলিলা আকাশে চন্দ্রাননী।
শিহরিলা গিরিরাজ কাঁদিলা নীরবে।

রতন আসনে বসি দেব পুরন্দর,
হেমকূট হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
প্রভাময়। শত শত দেব ঋষি আদি,
নতভাবে বসে চারিদিকে। অপরূপ
সভা—স্ফটিকে গঠিত ; তাহে শোভে
দিবাকর সম আভাময় রত্নরাজি,
মানস-সরসে সরস নলিনী দল
যথা বিকসিত। শ্বেত, পীত, রক্ত, নীল,
স্তম্ভ সারি সারি, ধরে উচ্চ স্বর্ণ ছাদ,
অহিন্দ্র যেমতি, বিস্তারি অযুত ফণা
ধরেন আদরে বিশ্ব। ঝুলিছে ঝালরে
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা, মুক্তা আদি,
যথা ঝোলে (খচিত পুষ্পে) পল্লবমালা
যজ্ঞালয়ে। সৌদামিনী সম মুহুঃ হাসে
রতন সম্ভবা বিভা—ঝলসি নয়ন।
বিচিত্র চামর—কুরঙ্গ নয়না বামা
ঢুলায় সতত, বাহুলতা প্রেমভরে
আন্দোলি পদ্মাননা। শ্বেত ছত্র শোভিছে
শিরোদেশে, ক্ষণ প্রভা সম তেজপুঞ্জ।
বামে শচী হেমাঙ্গিনী, কনক নূপুর
রুনু রুনু ঝুনু বাজে, ক্ষীণ কটীদেশে
শোভে সুন্দর মেখলা খচিত হীরকে ;
অঞ্চলে ঝকিছে মণিমুক্তা, উন্নত কুচ যুগে

শোভে মোহিনী কাঁচলি, মন্দর ভূধর
তুষারে আবৃত হয়ে যথা প্রেমাবেশে
চুমিছে আকাশ। গলে শোভে আহা,—কিবা
বৈজয়ন্তী হার, মাঝে মাঝে প্রেমোচ্ছ্বাসে
চুমিছে পারিজাত মালা দলে, তাম্বুল
কুম কুম রাগে রঞ্জিত অধর খানি,
হাস্যরসে ঢল ঢল চন্দ্রানন, নীল
পদ্ম সম নয়ন কমল, মদনের
ফুলধনু হতে, পঞ্চশর সম শর
অহরহঃ হানিছে বাসবে ; সিন্দূরের
বিন্দু শোভে সিমন্ত প্রদেশে, যথা শোভে
গোধূলি ললাট মাঝে প্রভাকর। পৃষ্ঠ
পরে দোলে আলম্বিত বেণী, কাল ফণী
যথা দোলে তরুবর শিরে, শিরোদেশে
শোভে উজ্জ্বল কিরীট বিদ্যুৎ আকার।
ছয় রাগ সহ ছত্রিশ রাগিনী হয়ে
মূর্ত্তিমতী গাইছে প্রেমের গান, তালে
তালে নাচিছে নর্ত্তকী বৃন্দ, সুমধুর
স্বরে বাজে বেণু, বীণা, আর সপ্তস্বরা,
পারিজাত গন্ধে আমোদিত সভাতল।
বাসবেরে হাসি কহিলা ইন্দ্রানী, "নাথ!
বহু দিন হতে, শুনিতেছি তব মুখে
জন্মিবেন মহামায়া হিমালয় গৃহে ;

তুষিবার তরে ধ্যানে মগ্ন মহাদেব।
ঘেরিয়াছে অগণিত অরিদল চারি-
দিকে, বিনা শম্ভু সুতে, কে বধিবে
দুর্জ্জয় তারকাসুরে? পূজ ভবানীরে,
বিলম্বেতে ঘটিবে প্রমাদ ; সম্বরিলা
বাণী এতেক কহিয়া সুরেশ্বরী! ক্ষোভে
কাঁদিলা বাসব, কহিলা আপনি। ধিক্
মোরে, ধিক্ মোর ইন্দ্রত্ব গৌরবে! সদা
কাঁপে প্রাণ দৈত্যের তরাসে, শান্তি সুখে
আছে আমা হতে দীন ভিক্ষা জীবী ; চল
প্রিয়ে পূজিগে দুজনে হৈমবতী। এত
বলি সভা ভঙ্গ করি, চলি গেলা প্রিয়া-
সনে দেবরাজ, কনক নির্ম্মিত উচ্চ
সৌধে, পূজিবার তরে হর বিমোহিনী।

অস্তে গেলা দিনমনি ; আইলা গোধূলি,
গগনে একটী তারা ; হাসিলা কুমুদী,
মুদিলা নয়ন তারা বিরস বদনা
কমলিনী; কুজনী শাখি তরুর শাখে
পশিল কুলায়ে ; গোষ্ঠ পানে হাম্বারবে
ধায় গাভীকুল। আসিল অসংখ্য তারা
শশীসহ হাসি বিভাবরী, গন্ধসহ
প্রবাহিল পরিমল, পুলকে পুরিল

বিশ্ব; দেখা দিলা নিদ্রা দেবী, পরিশ্রান্ত
শিশুকুল লভয়ে যেমতি শান্তি মাতৃ
ক্রোড়ে, ভূচর, খেচর সহ, জলচর
আদি, লভিলা বিশ্রাম দেবী পদতলে।

বিবিধ বিধানে ভরিয়া সুবর্ণ থালা
মনের উল্লাসে, উতরিলা শচী সনে
শচীনাথ ঈশানী মন্দিরে। ধূপ দীপে
আমোদিল দশদিক, থরে থরে চারি
ভিতে সাজাইয়া পূজার সম্ভার অতি
সযতনে ধোয়াইলা পাদ পদ্ম। পূত
মনে দিয়া অর্ঘ্য অক্ষত চন্দনে, রক্ত
জবা নীলপদ্ম সহ বিল্বদলে দিলা
পুষ্পাঞ্জলি; পারিজাত মালে বিভূষিলা
বক্ষঃস্থল। ভক্তিভাবে নিবেদিয়া নানা
বিধ উপাদেয় ভোজ্য পেয়, বীজনিলা
চামর স্বহস্তে, তালে তালে বাজে শঙ্খ,
ঘণ্টা, আর সপ্ত স্বরা, করি যোড় পানি
বেদমন্ত্রে স্তবিলা মাতারে। সুপ্রসন্না
হইয়া জননী, দৈববানী রূপে ইন্দ্রে
আশ্বাসিয়া, কহিলা ভবানী,—“পরিতুষ্ট
হইলাম তোমার পূজায়, হিমালয়
গৃহে শীঘ্র লইব জনম; যাও তথা

সাজাও সে পুরী অতি সযতনে। শান্ত
হও এবে, বধিবে তারকাসুরে পুত্র
মম ষড়ানন;" এতেক কহিয়া মাতা
অন্তর্হিলা তথা। আনন্দে ভরিল বিশ্ব,
উঠিলা দুজনে, আজ্ঞা দিয়া দেবগণে
সাজাইতে পুরী, চলি গেলা হৃষ্ট মনে,
শচী সহ শচীনাথ বিশ্রাম মন্দিরে।

মনের হরষে আসি উতরিলা দেব-
গণ গিরিরাজপুরে। সাজাইলা পুরী
অতি সযতনে, বহিল বসন্তানীল
সুস্বনে। কুসুম রাশি শোভিল চৌদিকে,
যক্ষরাজ রত্নাগারে রত্নরাজি যথা।
তমালের ডালে বসি পিককুল, কুহু
কুহু তানে মাতাল ধরণী। মদনের
বাণে সবে হইলা আকুল, কাঞ্চনের
সিংহদ্বার শোভিল অমনি: মণি, মুক্তা
রাজি, খচিল তাহায়, শোভিল চৌদিকে
মনোহর রাজবর্ত্ত, কনকে গঠিল
পুরী অতি অপরূপ। পত্ পত্ রবে
উড়িল পতাকা শ্রেণী উচ্চ সৌধ শিরে
বিবিধ বরণ, গিরিচূড়া যত. আহা—
কিবা খচিত হীরকে, পারিজাত তরু

বনে শোভিল উদ্যান, নদ নদী গণে
ক্রীড়া করে মীন নক্র লোহিত বরণ,
দ্বিতীয় কৈলাস সম শোভিল সে পুরী ;
বহিল অমৃত স্রোত সবার হৃদয়ে।

নিদ্রা ভঙ্গে উঠে দেখি নগরের শোভা
বিমোহিত হ'ল সবে, কানাকানি করে
যত পুর নারী। শয্যা তাজি গিরিরাণী
দেখি নগরের শোভা বিস্ময় মানিলা
মনে, বাম আঁখি সদা নাচে ঘন ঘন,
ক্ষীর ধারা বহে স্তন যুগে, স্বর্গীয় সৌরভে
আমোদিছে দশদিক, বসি তমালের
ডালে পুচ্ছ খুলে নাচে শিখিকুল। হেন
কালে তথা আসি গিরিরাজ মৃদু হাসি
জিজ্ঞাসিলা মেনকারে। প্রিয়ে ! চারিদিকে
হেরিতেছি নব নব ভাব, ইন্দ্রজালে
যেন বেড়িয়াছে দশদিক ; বুঝিতে না
পারি কিছু মরম ইহার। মরি, মরি
কে সাজালে পুরী মম ? নাচিতেছে ঘন
ঘন নেত্র মোর, মনে লয় সুপ্রসন্ন
বিধি, নিশ্চয় জনম বুঝি, মহামায়া
লভিবেন এতদিনে ! হাসিতে হাসিতে
কহিলা মহিষী, নাথ ! বাম আঁখি কেন
মোর নাচিতেছে সদা ? ক্ষীর ধারা বহে

স্তন যুগে ; সুপ্রসন্না ভাগ্য লক্ষ্মী বুঝি।
এত কহি আলিঙ্গনে রহিলা উভয়ে
কতক্ষণ, প্রেমের আবেশে ছল ছল
দুনয়ন, বারি ধারা সম অবিরল
ঝরে নীর নয়নের কোণে। সম্বরিয়া
মনোবেগ চুম্বি মেনকারে, প্রফুল্লিত
মনে বাহিরিলা রাজা অন্তঃপুর হতে।

সায়াহ্নে মেনকারাণী বসি বিনাইলা
কেশ অতি পরিপাটী। কবরী বন্ধনে
জড়াইলা ফুলমালা, দোলাইয়া কণ্ঠ-
হার শ্রীকণ্ঠে, সর্ব্বাঙ্গে পরিলা বিদ্যুৎ
বরণ নানাবিধ রত্ন অলঙ্কার —এ
হেন অলঙ্কার দুর্ল্লভ ধরায়, উচ্চ
কুচ যুগে আঁটিলা মোহিনী কাঁচলি—সে
প্রভায় মোহিল ত্রিভুবন! সিন্দুরের
বিন্দু দিলা সীমন্ত প্রদেশে, রুনু ঝুনু
বাজিল চরণে সোনার নূপুর, আহা—
কি ছার তাহার কাছে মধুর কাকলি!
অলক্ত কুমকুমে রঞ্জিলা চরণ তল,
তাম্বুলের রাগে শোভিলা অধর; দিলা
চন্দনের বিন্দু প্রশস্ত ললাটে। করি
বেশ ভূষা হয়ে ঋতুস্নাতা, স্বামী পাশে

গেলা শয়ন মন্দিরে, যথা পদ্মবন
হতে মধু লয়ে যায় রমা পদ্মাননা
শ্রীকান্ত আবাসে। বিমোহিলা গিরিরাজ
হেরি রূপের বিকাশ, মদন অনলে
তনু হল জর্জ্জরিত, প্রেমের আবেশে
দুই জনে পোহাইলা বিভাবরী। ধীরে
ধীরে আসি আবির্ভাব হইলা ভবানী
গর্ভাশয়ে, লহরে লহরে নাচিলেন
ধরা রাণী; হাসিলেন মহেশ্বর সতী
জন্মদিনে; পুষ্প বৃষ্টি হল ধরাতলে।

সুবর্ণ আসনে বসি গিরিরাজ, পাত্র
মিত্র আর সভাসদ সঙ্গে লয়ে। সবে
আনন্দিত মনে কহিছেন পূর্ব্ব কথা,
যেন দেবরাজ আজি বসি সুরপুরে
দেবগণ মাঝে; শান্তিময় সভাতল।
হেন কালে তথা আসিলা শিবের দূত
নন্দী, করে মহাশূল। স্তব্ধ হল সভা-
স্থল, চমকিত হল সবে হেরি নন্দী-
শ্বরে, কালানল সম তেজ বহে গেল
সবার হৃদয়ে; বসাইয়া শিবদূতে
সিংহাসনোপরি, যোড় করে ধীরে ধীরে
কহিলেন হিমাচল রাজ। প্রভু, ধন্য

হ'ল আলয় আমার, আজি চরিতার্থ
হইলাম আমি, প্রভু সার্থক জীবন
মম। এত কহি সুবাসিত জলে
ধৌত করি পাদ পদ্ম, পুতমনে দিলা
অর্ঘ্য; পান করি পাদোদক অতি শুদ্ধ-
চিতে, মধুর বচনে জিজ্ঞাসিলা শিব-
দূতে। "কি কারণে তব শুভ আগমন?
বিস্তারিয়া কহ মোরে, বিলম্ব না সয়"।
গুরু গম্ভীর বচনে উত্তরিলা নন্দী-
শ্বর,—"যে অবধি জননী আমার শিব
নিন্দা শুনে, ত্যজেছেন প্রাণ দক্ষালয়ে
সে অবধি যোগাসনে মহাধ্যানে বসি
এতকাল, শিব ছিলেন শ্মশান বাসে।
বিনা মাতা শূন্যময় কৈলাস আলয়,
এবে তীব্র লাগিতেছে হরের সে ধাম,
তেঁই বাসনা তাঁহার—করি যোগাসন
তব গিরিচূড়ে পূজিবেন ভবানীরে;
মনোনীত করেছেন ধবল শিখর,
যোগে বিঘ্ন কেহ যেন করেনা তাঁহার।
শঙ্করের এই ভিক্ষা গিরিরাজ পদে,"
নীরবিলা নন্দীশ্বর এতেক কহিয়া।

গদ গদ স্বরে উত্তরিলা গিরিরাজ,
"কহিবেন সতীনাথে, শিরোধার্য্য আজ্ঞা

তাঁর, বিশ্বের নিয়ন্তা যিনি অখিলের
পতি, শুদ্ধ জ্ঞানানন্দ ময় নির্ব্বিকার
মুরতি যাঁহার; সাজে কি প্রার্থনা তাঁর
অধম নিকটে ? ধন্য হবে পুরী মোর
চরণ পরশে, হবে জীবন সফল
হেরিয়া রতনে !” এত কহি, আজ্ঞা দিলা
রক্ষিবরে নিবারিতে পুরবাসী জনে,
পশিতে ধবল শৃঙ্গে। সযতনে তুষি
শিবদূতে উপাদেয় ভোজ্য উপহারে,
প্রণমিলা নন্দীশ্বর পদে। আশীষিয়া গিরি-
রাজে ফিরিলেন নন্দী কৈলাস আলয়ে।

উমার জন্ম।

অনাদি কারন যিনি জগতের পিতা,
প্রেমময় প্রেমাধার প্রেমের আকর,
বিশ্বঘটে সর্ব্বরূপে বিরাজিত যিনি,
ওঁকার স্বরূপ যাঁর, ওঁকার আলয়,
ওতঃপ্রোত ভাবে ভবে বিরাজেন যিনি,
সংসার বিষের জ্বালা যিনি নিবারক,
প্রাণময় বিশ্ব প্রাণ প্রাণের আধার,
হস্ত পদ বর্দ্ধ জীবের মোচন কারক,
জ্ঞান দাতা মহাগুরু ভৈরব আকার,
পাতি দিব্য বাঘছাল উচ্চ গিরিচূড়ে,
শুভ্র কণা তুঁষারের মাঝে, বসিলেন
যোগাসনে অনাদি শঙ্কর। ভবানীর
সনে মিলিয়া তথায় অর্দ্ধ নারীশ্বর রূপ
দেখালেন ভূমণ্ডলে অদ্ভুত মূরতি;
বাহ্যজ্ঞানে বিরহিত হলেন মহেশ।
শান্ত হল ত্রিভুবন নাচিলা ধরণী,
মেনকার ভাগ্যাকাশে উদিলা তপন,
সহস্রে সহরে প্রেমভরে নাচে সর্ব্ব
জীবগণ; হিমাচল কাঁদিলা পুলকে।

দিন দিন শশীকলা বাড়য়ে যেমতি,
তেমতি বাড়িলা উমা জননী জঠরে।
পঞ্চমাস গর্ভ যবে হইলা পুরণ,
নিশাশেষে গিরিরাণী দেখিলা অদ্ভুত
স্বপ্ন অতি অপরূপ; নিদ্রা ত্যজি উঠি
কহিতে লাগিলা গিরিনাথে—"নাথ! গত
নিশা অবসানে দেখিলাম অলৌকিক
স্বপন,—সে হেন দৃশ্য, শুন মহারাজ ;
হেরি নাই এ জীবনে কভু। স্বর্গ হতে
শূন্য মার্গে আবির্ভূত হয়ে দেবগণ
যোড়করে আরাধিলা গর্ভস্থ শিশুরে
মোর। [illegible]রে ব্রাহ্মা রূপ দেবতা যে জন
মরাল বাহনে নামি, নমি ভক্তিভাবে
চরণ কমল, স্নেহে ধোয়াইলা তাহা
অতি [illegible] চিতে, অতি শুদ্ধ কমণ্ডলু
জলে [illegible] মুদে কতক্ষণ রহিলেন
ধ্যানে [illegible] ক্ষণ পরে উন্মীলিয়া
আঁখি [illegible] রে হয়ে মাতোয়ারা বেদ
মন্ত্রে [illegible] কত যে স্তাবিলা তিনি,
কি ক[illegible] কথা! শুধু নির্ঝরিনী
সম দর[illegible] ব প্রেম অশ্রুধারা,
সহসা [illegible] ত গেল মিলাইয়া
সে মূর[illegible] ণা চেয়ে দেখি, হাসে

শুধু প্রকৃতি সুন্দরী, নীলবর্ণে মাখা
হইলা ধরণী, শান্তিময় হ'ল দশ
দিক। পুনঃ পন্নগারি বাহনে চড়িয়া
আসিলেন লক্ষ্মী নারায়ণ, মরি কিবা
অপরূপ মোহন মূরতি, আহা—নীল-
পদ্ম যেন ফুটিয়াছে নীল নভস্থলে
বিজলী জড়িতা। মধুলোভে অলিকুল
ঘুরিছে চৌদিকে, সদ্যজাত নবনীর
মত উভের গঠন, চারি আঁখি ঢল
ঢল সোহাগের ভরে; বিষ্ণু বক্ষে দোলে
বনমালা, আহা—ভৃগু পদ চিহ্ন কিবা
শোভে বক্ষঃস্থলে, বাম অঙ্কে হাসে রমা
পদ্মালয়া, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শোভে
চারিভূজে, ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন আহা—
কিবা বিরাজে চরণ সরোজে ; এ ভব
কর্ণধার রূপে অবিরত বিতরিছে
মোক্ষ রত্ন,—হেন রূপ অতুল জগতে!
আবেগে আকুল প্রাণে প্রণমি শিশুরে,
যোড়করে স্থির নেত্রে রহিলা দুজনে।
কোলে বসাইলা দোঁহে জগত জননী,
পান করি আকণ্ঠ ভরিয়া মধু—যথা
প্রিয়াসনে নীল সরোবরে অলিরাজ,
গুঞ্জরি মধুর তান গুণ গুণ রবে

উড়ে প্রেমের আবেশে, তেমতি নাচিলা
দোঁহে। কত দোষিলাম বিধাতারে! কোটী
চক্ষু পাই নাই বলি সে সময়। প্রেমে
হয়ে আত্মহারা ভক্তি ভাবে দুই জনে,
কত যে স্তবিলা তাঁরে, না পারি বর্ণিতে!
ফিরিলা স্বধামে তালে তালে নাচাইয়া
ধরাতল, নাচাইয়া হৃদয় আমার।

অতি স্নিগ্ধ পরিমল বহিল আকাশে;
দশদিক উদ্ভাসিল তুষার বরণে,
চারি ভিতে হ'ল পুষ্পবৃষ্টি, হর হর
ব্যোম ব্যোম রবে পূরিল মেদিনী। তালে
তালে শুধু বাজে শিঙ্গা রাম রাম রবে,
দেবগণ এক দৃষ্টে চাহিলা আকাশ
পানে, হেনকালে মধ্যাহ্নের অংশুমালী
সম তেজ উদ্ভাসিয়া, আসিলা মূরতি
এক অদ্ভুত কথন। আহা—কিবা শ্বেত
স্ফটিকের আভা, স্নিগ্ধ করোজ্জ্বল শশ-
ধর সম সুধা ঝরে অবিরল, ভস্ম
মাখা অবয়ব খানি, রুদ্রাক্ষের মালা শোভে
গলদেশে, পরিধানে বাঘাম্বর, হাড়
মালা বিরাজিত বক্ষঃস্থলে, বিভূষিত
ফণীরাজ বলয় আকারে, কর্ণে শোভে

ধুতুরারি ফুল, বনমালা সম গল
দেশে শোভে আকন্দের মালা, শুভ্র ফেন-
প্রভা বিকশিত জটাভারে অবিরল
ঝরিতেছে গাঙ্গবারি, ভিক্ষার আধার
শোভিত বাহুমূলে, কালানল জ্বলিছে
ললাটে, হলাহল পানে শ্রীকণ্ঠ নীল
বর্ণে মাখা, করে শোভে বিদ্যুৎ আকার
মহাশূল। ডমরু বাজায়ে তালে তালে
নাচিছে তাণ্ডব নর্ত্তনে, নীলোৎপল
সম শোভে আঁখি, ঢল ঢল সোহাগের
ভরে, সুধাভরা হাসি মুখ, অগণন
ভীম দরশন সঙ্গে ভূত প্রেত, সবে
নাচে আত্মহারা, বধির হইল কর্ণ
ব্যোম ব্যোম রবে। উন্মাদের প্রায় আসি
ধীরে ধীরে সোহাগের ভরে আলিঙ্গিয়া
বালিকা রতনে, স্বীয় বক্ষ মাঝে নিল
মিশাইয়া। কাঁদিলাম কত! উপজিল
মহাভয় প্রাণের ভিতর, জ্ঞান হ'ল,
ভিক্ষা ঝুলি মাঝে মম ধনে রেখে দিল
লুক্কায়িত ভাবে, সকাতরে মাগিলাম
আমি আকুল অন্তরে, কিন্তু শুনিল না
কেহ, নৃত্য গীতে সবে অচেতন। দর
দর ধারে অবিরল আনন্দাশ্রু ঝরে

ত্রিনয়নে, কি কব প্রেমের কথা ! পূর্ণ
প্রেম অবতার তিনি, অচেতন হইলাম
আমি, ঘুমাইনু যেন দেবতার কোলে।

শুনিলাম কতক্ষণ পরে কাঁদিতেছে
শিশু মা মা রবে বক্ষঃস্থলে, হেরিলাম
উন্মীলিয়া আঁখি কেহ নাই আর তথা" ।
এতেক কহিয়া রাণী সোহাগের ভরে
চুম্বিলেন প্রাণনাথে। শুনি স্বপনের
কথা জল ভারে পূর্ণ হল দুনয়ন ;
হুহুরবে বিদারি পর্ব্বত চূড়া, যথা
ধায় তরঙ্গিণী মিলিতে সাগর সাথে,
তথা বাহিরিলা নেত্রধারা ভাসাইয়া
বক্ষঃস্থল। সম্বরি নয়ন নীর, হাসি
কহিলেন গিরিনাথ—"ধন্য তুমি প্রাণ
সোহাগিনি ! কে আছে তোমার সম হেন
ভাগ্যবতী ? সার্থক তোমার জন্ম, গর্ভে
ধরি মহামায়া, কীর্ত্তি স্তম্ভ ত্রিভুবনে
রহিল তোমার," চুম্বি সোহাগের ভরে
আলিঙ্গিলা গিরিরাজ। কাঁপায়ে গাছের
পাতা ধীরে ধীরে বহে গেল মন্দ মন্দ
মলয় পবন, হাসিলেন ধরারাণী ।
মেনকার ভাগ্যাকাশে এল সুখরবি ।

ক্রমে ক্রমে পূর্ণ হল গর্ভ দশ মাস,
পুলকে পুরিল; বহিল সুধার ধারা
গিরিরাজ পুরে। সখাসনে রতি পতি
বিরাজিলা আনন্দ কাননে, মুকুলিলা
যত তরু রাজি, লজ্জা আবরণ ফুল
দল খুলিলা কৌতুকে; সৌরভে ভরিলা
বিশ্ব, মধুলোভে অলিকুল প্রিয়াসনে
ধাইল চৌদিকে, আবরিলা নীলাবাসে
তনু প্রকৃতি সুন্দরী; যত কুল বালা
হ'ল ঋতুমতী, শ্যামবাসে ঢাকিয়া বদন-
শশী, সাজি পুষ্প আভরণে, নাচিলেন
ধরা সতী লহরে লহরে, হাম্বা হাম্বা
রবে গাভীকুল করিলা আকুল, মণি,
মুক্তা, বৃষ্টি হইল অম্লান, আবরিলা
দিবাকর সুধা বরিষণে উগ্র তেজ-
ময় প্রভা, সুরপুরে দেবগণ নাচে
মনের হরষে, কল কল নাদে বসি
তমালের ডালে গায় যত পাখিকুল।
নদ নদীগণে লাগিলা বহিতে ক্ষীর-
ধারা, প্রেমে মাতোয়ারা হ'ল জীবগণ।
জীবদেহ হতে, মোহ-মায়া পলাইলা
দূরে, তত্ত্বজ্ঞান প্রাণে উদিল সবার।

চৈত্র শুক্লাষ্টমী দিনে প্রভাত সময়ে
শুভ লগ্নে শুভক্ষণে নিজ মায়াবলে
জন্মিলেন মহামায়া। নিদ্রাগত পুর
বাসিগণ শুনি শঙ্খধ্বনি, জাগরিত
হ'ল সবে, দূরে গেল মোহ নিদ্রা জীব
দেহ হ'তে; সুখ রবি উদিল গগনে
এত দিনে। পঙ্গপাল মত যত নর
নারী ধেয়ে আসে হেরিতে শিশুরে, দশ
দিক হ'ল সুপ্রসন্ন; আনন্দের রোলে
বিশ্ব ভরিল তখন, তালে তালে বাজে
সপ্ত স্বরা, মুহু মুহুঃ হ'ল পুষ্প বৃষ্টি,
কাঁপিল তারকাসুর, খসিয়া পড়িল
কিরীট তাহার। ভঙ্গ হ'ল মহাধ্যান,
উঠিলেন যোগেশ্বর ত্যজিয়া আসন,
নিভিল বিরহ জ্বালা সতীর জনমে ;
মা মা রবে নন্দী ভৃঙ্গী নাচিল আনন্দে,
প্রেমানন্দে দেবগণ আসিল তথায়,
মঙ্গল বারতা মুখে জানাতে মহেশে।

মা মা রবে কাঁদে শিশু জননীর কোলে
হাসিলা মেনকারাণী হেরি কন্যা ধনে,
স্তন মুখে দিয়ে চুম্বিলা আদরে ; শান্ত
হল জঠরের জ্বালা। যাঁর স্তন পানে

প্রাণ পায় জীবগণ, তিনি কিনা আজি
স্তন পানে আত্মহারা, মহামায়া, তাঁরে
কে পারে বুঝিতে ? প্রহেলিকাময়ী লীলা
তাঁর, বিধাতার গতি কে করে নির্ণয় !

নূতন আনন্দ এক আসিল নগরে,
উমার জনমে পুরবাসীর বয়ানে
ভাতিল অমিয় জ্যোতঃ—হায়রে, যেমতি
শশীর উদয়ে হাসে কাসারে কমল।
কি কব নগরীর অপার সে শোভা !
কি যেন মোহিনী ছটা বিজলীর মত
খেলিছে চৌদিকে। গিরিরাজ হিয়া আজি
উথলিছে মহানন্দে যেন শতগুণ
কন্যা রত্ন পেয়ে, যথা নাচে মহাহর্ষে,
দুঃখিনী জননী পেলে তার হারাধন।
নব আভরণে সাজি পাত্র মিত্র যত
প্রফুল্ল অন্তরে, ঘোরে রাজার চৌদিকে।
মণি মুক্তা মুক্ত হস্তে হস্ত প্রসারিয়া
বিতরিছে রাজা কত দীন দুঃখীজনে,
সজল জলদ যেন আপনার মনে
ছড়াইছে মুক্তাফল মর্ত্যবাসীপরে।

অন্নপূর্ণার অন্নদান।

ART PRESS

অন্নপূর্ণার অন্ন দান

যোগ নিদ্রা হতে উঠি মহাযোগেশ্বর,
দশদিক সুখময় হেরিলা নয়নে।
সুপ্রসন্ন ভাগ্য হেরি হাসি মনে মনে
তাধিয়া তাধিয়া রবে মনের হরষে
নাচিল মহেশ, কাঁপিলা ধরণীসতী
ব্যোম ব্যোম রবে, ভবানী নিকটে ভিক্ষা
তরে গেলা ছল করি। ক্ষুধায় কাতর
প্রাণে ফিরি দ্বারে দ্বারে অচেতনে নিদ্রা
গেলা বৃক্ষমূলে, মনে মনে জানি মহা-
মায়া বেদীপরে বসিলেন অন্নপূর্ণা
রূপে নিভৃত কাননে, স্বপনে দেখিলা
হর, যেন ভুজ পাশে বাঁধি যোগ মায়া
রয়েছেন সুখ আলিঙ্গনে, কাল ফণী
যথা বেড়ে উচ্চ গিরি চূড়া, সোহাগের
ভরে ভবানীরে চুম্বিলা মহেশ, কত
কথা প্রাণে প্রাণে হইল অমনি মহা
সিন্ধু দ্বয় প্রাণে প্রাণে মিলিল তখন।
কি কব সে প্রেমের লহর! নিদ্রাভঙ্গে
উঠি মহেশ্বর স্বপ্নময় দেখিলেন

ধরাতল না দেখি উমারে, পাতি পাতি
খুঁজি সেই বনস্থল কাতর পরাণে
ফিরিলা শঙ্কর। হেনকালে কোথা হতে
সুমধুর গীত ধ্বনি পশিল শ্রবনে,
বনমাঝে যেন ঝর ঝর ক্ষরে সুধা-
ধারা বহিয়া উজানে, কৌতুকে দেখিলা
হর হয়ে অগ্রসর। হেরিলা অমনি
উচ্চ বেদী পরে ব'সি ভবের অন্নদা,
বাম করে লয়ে অন্ন পাত্র অকাতরে,
সুবর্ণ হাতায় জীবগণে বিতরিছে
পরমান্ন ; ঘুচিল ক্ষুধার ক্লেশ, হেরি
সে মধুর ভাব নাচিতে নাচিতে আসি
প্রণমিলা অন্নদার পদমূলে, শুধু
হাসিলা মুচকি বিশ্বের জননী। হেরি
কি এক অপূর্ব্ব ভাবে মাতিয়া মহেশ,
করি যোড়পাণি শেষে আরম্ভিলা গান,—

অনন্ত রূপিণী চাদ্যা পরম ব্রহ্মরূপিণী।
অরূপা সুন্দর রূপা কৈলাস পুর বাসিনী ॥ ১ ॥
অট্টহাসা বিশ্ববাসা চণ্ড মুণ্ড বিনাশিনী।
অষ্টভুজা জগন্মাতা দৈত্য দর্প নিসূদনী ॥ ২ ॥
অঘোরা ঘোর নয়না ঘোর রূপা ঘনস্তনী।
অতসী কুসুম প্রভা সিংহ পৃষ্ঠ বিহারিণী ॥ ৩ ॥

অন্নরূপা স্থিতে কর্ত্রী ভব ব্যাধি বিনাশিনী ।
অন্নপূর্ণা সদাপূর্ণা পূর্ণানন্দ বিকাশিনী ॥ ৪ ॥
অম্বালিকা নারায়ণী বহ্নি শিখা স্বরূপিণী ।
অযোনিজা ক্ষুধারূপা মোক্ষকাম প্রদায়িনী ॥ ৫ ॥
অরূপা অনিন্দ্য রূপা বুদ্ধি বৃত্তি প্রদায়িনী ।
অশোকা শোক রাহতা সর্ব্বশোক নিবারিণী ॥ ৬ ॥
অজ্ঞান হারিণী শ্যামা তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিনী ।
অবর্ণা সুবর্ণা ত্বংহি সর্ব্ব বর্ণ প্রসবিনা ॥ ৭ ॥
অদ্বৈতা দ্বৈত রহিতা অষ্ট পাশ বিমোচিনী ।
অচিন্ত রূপিনা আত্মা পরমাত্মা স্বরূপিণী ॥ ৮ ॥
অভীষ্ট দায়িনী মাতা ভক্তাভীষ্ট প্রদায়িনী ।
অজেয়া জয়দা জেষ্ঠা ভক্তক্লেশ নিবারিণী ॥ ৯ ॥
অরুন্ধতি সুলোচনা সর্ব্বরূপ বিকাশিনী ।
অষ্টপাশপ্রদা ধাত্রী পশু পাশ বিমোচিনী ॥ ১০ ॥
অলক্ত রঞ্জিত পদা হরহৃদি বিলাসিনী
অখণ্ড মণ্ডলা কারা শূন্য রূপা পুরাতনী ॥ ১১ ॥
অম্বিকা শঙ্করারাধ্যা আশুতোষ বিহারিণী ।
অন্নদা সারদা ত্বংহি সর্ব্বযোনি স্বরূপিণী ॥ ১২ ॥
অদিতি বৈষ্ণবীরূপা সংসার বৃক্ষরূপিণী ।
অযোনি সম্ভবা বামা সুভগা জ্ঞান দায়িনী ॥ ১৩ ॥
অকর্ম্মা সুকর্ম্মা দেবী মন্দ কর্ম্ম নিবারিণী ।
অচিন্ত রূপিণী রুদ্রা অক্ষমালা বিভূষিণী ॥ ১৪ ॥

কণ্ঠমালা বনমালা মুণ্ডমালা বিভূষিণী।
কপালিনী পানমত্তা কৃষ্ণপক্ষ স্বরূপিণী ॥ ২৭ ॥
কলকণ্ঠা সুকণ্ঠা চ কলনাদ নিনাদিনী।
কলাকাষ্ঠা স্বরূপা চ ব্রহ্মপদ প্রদায়িনী ॥ ২৮ ॥
কপিলা শান্তিদা চার্য্যা মহা বৃষভ বাহিণী।
কটাক্ষ কারিনী শুক্লা মহাশ্মশান বাসিনী ॥ ২৯ ॥
কদম্ব কুসুমাকারা কুটস্থরূপ ধারিণী।
কল্যানদা বিশ্বপাত্রা কল্যাণেশ্বর গেহিনী ॥ ৩০ ॥
কামকলা কামনাতা কামারী প্রাণ মোহিনী।
কামাতুরা কাদম্বিনী নির্ব্বাণপাদ দায়িনী ॥ ৩১ ॥
কামাখ্যা বাসিনী দেবা জগদাধার রূপিণী।
কালিন্দী কুলীনা কৃষ্ণা রাধা-বল্লভ তোষিণী॥ ৩২ ॥
কামাঙ্গী চঞ্চলাপাঙ্গী নাগমালা বিহারিণী।
কামিনী স্বরূপা দেবী বিন্ধ্যাচল নিবাসিনী ॥ ৩৩ ॥
কাশীশ্বরী পাপহন্ত্রী কাশীশ্বর বিমোহিনী।
কাশীশ্বর হৃদাবাসা কাশীক্ষেত্র নিবাসিনী ॥ ৩৪ ॥
কাশীশ বরদাদেবা বিশ্বমাতৃ স্বরূপিণী।
কামেশী কামদাত্রী চ চিদানন্দ বিকাশিনী ॥ ৩৫ ॥
কাত্যায়ণী ত্রিনয়না সৃষ্টিস্থিত্যন্ত কারিণী।
কালরাত্রি মহারাত্রি মোহরাত্রি স্বরূপিণী ॥ ৩৬ ॥
কিরিটিণী মহারৌদ্রা নারায়ণ বিমোহিনী।
কমলাক্ষা সিদ্ধিদাত্রী শিখিপুচ্ছ বিভূষিণী ॥ ৩৭ ॥

কুবের জননী ত্বংহি ষড়ৈশ্বর্য্য প্রদায়িনী।
কুমারী স্বরূপা দেবী মহামণি বিভূষিণী ॥ ৩৮ ॥
কুমারী পূজন প্রীতা আত্মানন্দ প্রদায়িণী।
কুবুদ্ধি নাশিণী দেবী বিশ্বরূপ বিধায়িনী ॥ ৩৯ ॥
কুহকিনী পরমাত্মা সোহঙ্কার স্বরূপিনী।
কুঞ্জবন প্রিয়াসদা নিকুঞ্জবন বাসিনী ॥ ৪০ ॥
কুটস্থা চিন্ময়ী দেবী আজ্ঞা চক্র নিবাসিনী।
কুটিলা চঞ্চলা ক্রূরা ক্রূরচিত্ত বিনাশিণী ॥ ৪১ ॥
কুচভারাক্রান্ত দেবী মদনানন্দদায়িণী।
কোটরাক্ষী মৃগাক্ষী চ ভৈরব প্রাণ মোহিনী ॥ ৪২ ॥
কৈলাস বাসিনী দুর্গা ভব সাগর তারিণী।
কৌস্তভ ধারিনী রমা রমানাথ বিমোহিনী ॥ ৪৩ ॥
খড়্গপানি চক্রপাণি মহাস্ত্র শস্ত্র ধারিণী।
খগেন্দ্র বাহিণী শুদ্ধা বিশ্বেশ প্রাণ মোহিনী ॥ ৪৪ ॥
খট্টাঙ্গ ধারিণী ভীমা দ্বিপী চর্ম্ম বিভূষিণী।
খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা ঘোররূপ বিকাশিনী ॥ ৪৫ ॥
গায়ত্রী ত্বঞ্চ সাবিত্রী মহা সন্ধ্যা স্বরূপিণী।
গুহৈক নিলয়া গৌরী গুপ্ত স্থান নিবাসিনী ॥ ৪৬ ॥
গনেশ জননী গুর্ব্বী মত্ত মাতঙ্গ রূপিণী।
গোপিনী রাধিকা পৃথ্বী নৃত্য গীত বিলাসিনী ॥ ৪৭ ॥
গোরূপামৃত সংদাত্রী যশোদানন্দ দায়িনী।
গোলক বাসিনী সতা গোলক পরিপালিনী ॥ ৪৮ ॥

গোপবালা গোপকন্যা গোপাল প্রাণ তোষিণী ।
গোপীনাথ হৃদাবাসা শ্রীকান্ত প্রাণ মোহিনী ॥ ৪৯ ।
গোপীকান্ত প্রিয়া ধন্যা গোপীকান্ত বিহারিণী ।
গোপমাতা সিন্ধুকন্যা দিব্যাম্বর বিভূষিণী ॥ ৫০ ॥
ঘনরূপা ঘোররূপা ঘনশ্যাম বিহারিণী ।
ঘনাকাশ স্বরূপা চ বিশ্বম্ভর বিমোহিনী ॥ ৫১ ॥
চন্দনাচর্চ্চিতা বামা চারুচন্দ্র বিভূষিণী ।
চৈতন্য রূপিণী তারা জ্ঞানদা জ্ঞানরূপিণী ॥ ৫২ ॥
চতুর্ভূজা মুক্তকেশী নাগযজ্ঞোপবিতিণী ।
চন্দ্রপ্রভা চন্দ্রকলা পূর্ণচন্দ্র স্বরূপিণী ॥ ৫৩ ॥
চন্দ্রাননা হাস্যমুখী অভয় বর,ধারিণী ।
চামুণ্ডা চণ্ডিকা ঘোরা নিশুম্ভ শুম্ভ ঘাতিণী ॥ ৫৪ ॥
চিন্তামণি চিন্তারূপা মহাচিন্তা বিনাশিণী ।
চিৎ শক্তি বিশ্বমূর্ত্তি মহাশক্তি প্রদায়িণী ॥ ৫৫ ॥
ছায়ারূপা মাহেশ্বরী শেষনাগ বিভূষিণী ।
ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী মহাভয় বিনাশিণী ॥ ৫৬ ॥
জড়রূপা হররাণী সর্ব্ব জড় স্বরূপিণী ।
জবা পুষ্প সদা তুষ্টা রক্ত পুষ্প বিলাসিনী ॥ ৫৭ ॥
জন্ম মৃত্যু হরা দেবী অশোকবন বাসিনী ।
জয়া চ বিজয়া ত্বংহি প্রেমিকানন্দদায়িনী ॥ ৫৮ ॥
জগদম্বা মহাঘোরা হিমাচল নিবাসিনী ।
জয়দুর্গা শান্তিপ্রদা ঘোরঘণ্টা নিনাদিনী ॥ ৫৯ ॥

জয়ন্তী যমুনা গঙ্গা শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী।
জাহ্নবী পার্ব্বতী সাধ্বী শম্ভুমৌলি বিহারিণী ॥ ৬০ ॥
জ্বালামুখী উগ্রচণ্ডা কালান্তক স্বরূপিণী।
জাতিরূপা মহাদেবী চতুর্ব্বর্গ বিধায়িনী ॥ ৬১ ॥
তন্ত্রময়ী তন্ত্ররূপা মহাতন্ত্র প্রকাশিণী।
তর্কবিদ্যা রূপা দেবী ভবতুর্গ বিনাশিণী ॥ ৬২ ॥
তারিণী তুর্গতি হরা তর্ক বিদ্যা প্রদায়িনী।
ত্রিলোক পূজিতা ধন্যা ত্রিলোক চিত্তহারিণী ॥ ৬৩ ॥
ত্রিতন্ত্র বাদন রতা তীব্রবল প্রদায়িণী।
ত্রিগুণধারিণী গৌরী সর্ব্বগুণ প্রসবিনী ॥ ৬৪ ॥
ত্রিপুরারী হৃদাবাসা ত্রিপুরারী বিমোহিনী।
ত্রিলোচনা স্নিগ্ধগাত্রা ত্রিলোচন বিহারিণী ॥ ৬৫ ॥
ত্রিবেণী শতধারাক্ষা সগরবংশ তারিণী।
তীব্রকেশী তীব্রবেগা ত্রিতন্ত্রলয় কারিণী ॥ ৬৬ ॥
তুলসী কাননা বাসা তারকেশ্বর মোহিনী।
তোমর ভূষিতা বামা তুলসী বৃক্ষ রূপিণী ॥ ৬৭ ॥
তেজোময়ী তীব্রবীর্য্যা দ্বাদশার্ক স্বরূপণী।
ত্রেতাযুগে বিশ্বরাণী রামচন্দ্র বিধায়িনী ॥ ৬৮ ॥
তারা পীঠস্থিতা দেবী ভক্তি মুক্তি প্রদায়িনী।
তত্ত্ববিদ্যা তত্ত্বরূপা পঞ্চতত্ত্ব প্রসবিনী ॥ ৬৯ ॥
ত্রৈলোক্য জননী লক্ষ্মী নিত্যানন্দ প্রদায়িনী।
ত্বমাদ্যা পরমা বিদ্যা সৃষ্টি স্থিতি বিনাশিণী ॥ ৭০ ॥

দয়ারূপা শশীভালা অহঙ্কার স্বরূপিণী।
দাক্ষায়নী দক্ষকন্যা দক্ষযজ্ঞ বিনাশিণী ॥ ৭১ ॥
দাড়িম্ব কুসুমাভাষা দাড়িম্ব কুচ ধারিণী।
দারিদ্র হারিণী শিবা দেবেন্দ্র ভয় হারিণী ॥ ৭২ ॥
দিব্যহারা দিব্যপাদা দিব্য কিরীট ধারিণী।
দিব্য মূর্ত্তি নিস্তারিণী ধর্ম্ম কামার্থ দায়িনী ॥ ৭৩ ॥
দুর্ব্বৃত্ত দলনকরী সদ্বৃত্ত পরিপালিনী।
দেবেন্দ্র পূজিতা রাজ্ঞী অসুর প্রাণ ঘাতিনী ॥ ৭৪ ॥
দেবকন্যা দুঃখহরা বীণা পুস্তক ধারিণী।
দ্রবময়ী মন্দাকিনী দিব্য কেয়ুর শোভিনী ॥ ৭৫ ॥
ধর্ম্মরূপা হেমাভাষা বসুধা বিশ্ব জননী।
ধর্ম্মপ্রাণা উমা ত্বংহি অশ্বত্থ বৃক্ষ রূপিণী ॥ ৭৬ ॥
ধর্ম্মিণী ধরণী ধীরা সর্ব্ব ধর্ম্ম প্রদর্শিনী।
ধার্ম্মিক হৃদয়া বাসা ধর্ম্মরাজ স্বরূপিণী ॥ ৭৭ ॥
ধূমাবতী ভীমমূর্ত্তি বেণু বীণা ঝঙ্কারিণী।
ধ্যানময়ী ধ্যানগম্যা ধ্যানানন্দ প্রদায়িনী ॥ ৭৮ ॥
নদীরূপা তরঙ্গিনী ভক্ত ক্ষোভ নিবারিণী।
নবদুর্ব্বাদল শ্যামা দুর্ব্বাদল নিবাসিনী ॥ ৭৯ ॥
নলিনী সুন্দরমুখী পীতবাস বিভূষিণী।
নর্ম্মদা নিষ্কলা নিত্যা নিত্যানন্দ প্রদায়িনী ॥ ৮০ ॥
নগেন্দ্র নন্দিনী বাণী শিবানী শিব মোহিনী।
নর্ত্তকী নর্ত্তকমাতা পতিত জন তারিণী ॥ ৮১ ॥

নবীনা নীলিমাকারা নীলমণি বিভূষিণী।
নাগেন্দ্র ভূষণা বামা বিশ্ববীজ স্বরূপিণী ॥ ৮২ ॥
নাগমাতা নারায়ণী নাগ লোক নিবাসিনী।
নারায়ণ হৃদাবাসা মহামোক্ষ প্রদায়িনী ॥ ৮৩ ॥
নিত্যানন্দময়ী নিত্যা সচ্চিদানন্দ রূপিণী।
নিস্তারিণী বিশ্বমূর্ত্তি কমলালয় বাসিনী ॥ ৮৪ ॥
নিষ্কলঙ্কা জন্মহীণা মৃত্যুঞ্জয় বিলাসিনী।
নিরাকারা বিশ্বাধারা বিশ্বকোষ বিধায়িনী ॥ ৮৫ ॥
নিবৃত্তি কারিণী ত্বংহি প্রবৃত্তি রোধ কারিণী।
নীলাব্জ নয়না নীলা পরেশ প্রাণ বাসিনী ॥ ৮৬ ॥
নীলকণ্ঠ মনোরমা নীলকণ্ঠ বিমোহিনী।
নীলপদ্ম রূপা দেবী নাভিপদ্ম নিবাসিনী ॥ ৮৭ ॥
পদ্মালয়া পদ্মগন্ধা কুণ্ডলিনী স্বরূপিণী।
পদ্মাননা চন্দ্রমুখী পদ্ম গন্ধ বিকাশিনী ॥ ৮৮ ॥
পতিতোদ্ধারিণী দেবী সর্ব্ব পাতক নাশিনী।
পরীক্ষা কারিণী ত্বংহি দুস্তার ভব তারিণী ॥ ৮৯ ॥
পতিপ্রাণা পতি সেব্যা পতি প্রেম বিলাসিনী।
পতিব্রতা মহাসাধ্বী নাদ বিন্দু স্বরূপিণী ॥ ৯০ ॥
পশু বলিপ্রিয়া নিত্যা পশুপাশ বিমোচিনী।
পশুপতি প্রাণধরা পশুপতি বিহারিণী ॥ ৯১ ॥
পঙ্কজামোদিনী দেবী ফুল্ল পঙ্কজ বাসিনী।
পর্ব্বত দুহিতা দেবী ধর্ম্ম জ্ঞান প্রদায়িনী ॥ ৯২ ॥

পারিজাত বনাবাসা পারিজাত বিলাসিনী।
পাশিনী ত্রিশূল হস্তা মহাপাশ বিমোচিনী ॥ ৯৩ ॥
পাতাল বাসিনী সিদ্ধা সিদ্ধপ্রাণ বিহারিণী।
পরেশ হৃদয়া বাসা পরেশ প্রাণ তোষিণী ॥ ৯৪ ॥
প্রাণেশ্বরী প্রাণরূপা মহা প্রাণ স্বরূপিণী।
পিতৃরূপা মূলাধারা পিতৃলোক নিবাসিনী ॥ ৯৫ ॥
পীতাম্বরা পদ্মযোনি পীতাম্বর বিমোহিনী।
প্রেমোন্মত্তা প্রেমদাত্রী প্রেমরস প্রদায়িনী ॥ ৯৬ ॥
প্রফুল্ল পঙ্কজারূঢ়া রক্ত পদ্ম বিভূষিণী।
প্রেমিকা প্রেমিকারাধ্যা প্রেমসুধা প্রদায়িনী ॥ ৯৭ ॥
প্রেতভূমি প্রিয়া নিত্যা প্রেতালয় নিবাসিনী।
প্রেত নৃত্য সদা তুষ্টা প্রেতভূমি বিহারিণী ॥ ৯৮ ॥
প্রেতমাতা প্রেতরূপা নন্দীশ্বর স্বরূপিণী।
প্রাণায়ম কৃতাতুষ্টা পঞ্চতত্ত্ব বিধায়িনী ॥ ৯৯ ॥
ফণীন্দ্র ভূষণা বামা মহাখর্পর ধারিণী।
ফাল্গুনী দ্রৌপদী রূপা পঞ্চ পাণ্ডব রূপিণী ॥ ১০০ ॥
বলিপ্রিয়া মাংস ভক্ষ্যা কপাল পাত্র ধারিনী।
বঙ্গমাতৃ স্বরূপা চ অসুর প্রাণ ঘাতিনী ॥ ১০১ ॥
বগলাসুরহন্ত্রী চ বঙ্গলক্ষ্মী স্বরূপিণী।
বল্কল ধারিণী বামা বিশ্ব সংসার পালিনী ॥ ১০২ ॥
বকুল কুসুমা ভাষা মহাশান্তি প্রদায়িনী।
বিশ্বমাতা বিশ্বরূপা বিশ্ব প্রলয় কারিণী ॥ ১০৩ ॥

বিশ্বাধারা নিরাধারা বিশ্বভূভার হারিণী।
বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী ওঁকারালয় বাসিনী ॥ ১০৪ ॥
বিষ্ণুভক্তা বিষ্ণুপূজ্যা জগদানন্দ দায়িনী।
বিষ্ণুভক্তিপ্রদা শান্তা মহাবিষ্ণু বিধায়িনী ॥ ১০৫ ॥
বিধুবক্ত্রা ভীতিহরা মহেশ্বর বিমোহিনী।
বিষ্ণুমায়া বিষ্ণুশক্তি সর্ব্বাণী দীন তারিণী ॥ ১০৬ ॥
বিশ্বম্ভরা বসুমতী পদ্মিণী বিশ্ব তোষিণী।
বিদ্যাধরী বরারোহা নীল পর্ব্বত বাসিনী ॥ ১০৭ ॥
বিরূপাক্ষা শৈবলিনী পদ্মা বৈকুণ্ঠ বাসিনী।
বিপক্ষ মর্দ্দিনী ঘোরা সম ভাব প্রদায়িনী ॥ ১০৮ ॥
বিরূপাক্ষ প্রিয়তমা বিরূপাক্ষ বিমোহিনী।
বিমলা ললিতা দেবী বিষ্ণুলোক নিবাসিনী ॥ ১০৯ ॥
বিল্বদল সমভ্যর্চ্চ্যা বিল্বদল নিবাসিনী ।
বিদ্যুল্লতা বিদ্যুন্মূর্ত্তি বিদ্যুন্মালা বিলাসিনী ॥ ১১০ ॥
বীজ রূপা ব্যোমকেশী বিশ্ববীজ স্বরূপিণী।
বৃত্রপ্রাণহরা চৈন্দ্রী সুদৃঢ় বজ্রধারিণী ॥ ১১১ ॥
বেদাদ্যা ব্রহ্মাণী রূপা বেদবিদ্যা প্রদায়িনী ।
বেদোদ্ভবা বেদমাতা বিশ্বেশ হৃদি বাসিনী ॥ ১১২ ॥
বেদালয়া দীর্ঘকেশী কুন্দেন্দু রূপ ধারিণী।
বোধগম্যা বুদ্ধিরূপা ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড ভেদিনী ॥ ১১৩ ॥
ব্যাঘ্রাম্বর হৃদাবাসা স্বাধীনতা প্রদায়িনী।
বাক্যশক্তি সরস্বতী ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপিণী ॥ ১১৪ ॥

বাণবজ্রায়ুধহস্তা ভবশূল নিবারিণী।
বায়ুরূপা প্রাণবায়ু পঞ্চবায়ু স্বরূপিণী ॥ ১১৫ ॥
বীণাপাণী শ্বেতবর্ণা শ্বেতপদ্ম নিবাসিনী।
বেদাবাসা গুণাতিতা দেবী ত্রিগুণ শালিনী ॥ ১১৬ ॥
ভবানী ভাবিনী ত্বংহি ব্রহ্মলোক নিবাসিনী।
ভবেশ মোহিনী শান্তা তমোগুণ বিনাশিনী ॥ ১১৭ ॥
ভক্তানন্দা ভবারাধ্যা ভবহৃদি বিহারিণী।
ভবজায়া ভবরাণী ভক্তপ্রাণ বিলাসিনী ॥ ১১৮ ॥
ভয়ঙ্করী ভয়হন্ত্রী মহাভয় বিনাশিনী।
ভক্তি মুক্তিপ্রদা ভক্ত্যা সর্ব্বভোগ প্রদায়িনী ॥ ১১৯ ॥
ভাগিরথী ভগবতী স্বভক্ত পরিপালিনী।
ভুবনেশী মহাকালী দুর্ব্বৃত্ত প্রাণ হারিণী ॥ ১২০ ॥
ভূত নৃত্য সদাতুষ্টা ভূতযোনি বিহারিণী।
ভূতমাতা ভূতনাথা পঞ্চভূত নিবাসিনী ॥ ১২১ ॥
ভূলোক জননী ত্বংহি সপ্তলোক প্রসবিনী।
ভূজগা তামসা রূপা তত্ত্বজ্ঞান প্রদায়িনী ॥ ১২২ ॥
ভ্রমদাত্রী ভ্রমরূপা সর্ব্বভ্রম নিবারিণী।
ভোগবতী মহাভোগা রসাতল নিবাসনী ॥ ১২৩ ॥
ভৈরবী ভীম লোচনা ভৈরব প্রাণ তোষিণী।
ভামিনী ভীম বদনা ভীমনাদ নিনাদিনী ॥ ১২৪ ॥
মন্ত্রময়ী মন্ত্ররূপা মহামন্ত্র স্বরূপিণী।
মহাব্রতা সদানন্দা মহাব্রত বিলাসিনী ॥ ১২৫ ॥

মঙ্গলদায়িনী দেবী সদামঙ্গল নাশিনী।
মন্দাকিনী সপ্তধারা কমণ্ডলু নিবাসিনী ।। ১২৬ ।।
মদ্যতুষ্টা রক্তভক্ষ্যা মহামধু প্রদায়িনী।
মহাকালী চাদ্যাশক্তি কৃতান্ত ভয় হারিণী ।। ১২৭ ।।
মহাবলা মহাবিদ্যা সংকল্প সিদ্ধিকারিণী।
মায়াবিনী ধুম্রনেত্রা তুহিনাচল বাসিনী ।। ১২৮ ।।
মানদাত্রী মহামান্যা মহাপ্রজ্ঞা স্বরূপিণী।
মাতঙ্গিনী মহেশাণী মহামান প্রদায়িনী ।। ১২৯ ।।
মায়াতীতা গুণহীণা নির্গুণ রূপ ধারিণী।
মৃত্যুরূপা গিরিবালা গোমুখী হর মোহিনী ।। ১৩০ ।।
মৃত্যুঞ্জয় হৃদাবাসা জন্ম মৃত্যু বিবর্জ্জিনী।
মৃত্যুঞ্জয় প্রিয়তমা ব্রহ্মরন্ধ্র নিবাসিনী ।। ১৩১ ।।
মেনকা গর্ভসম্ভুতা মেনকানন্দদায়িনা।
মেখলা ধারিণী তথাহি নূপুর পরিশোভিনী ।। ১৩২ ।।
মোহদাত্রী মহামায়া মহামোহ বিনাশিনী।
যজ্ঞরূপা তীব্রশক্তি পৃথ্বী ভার বিনাশিনী ।। ১৩৩ ।।
যজ্ঞমূর্ত্তি যমহন্ত্রী যজ্ঞ বরাহ রূপিণী।
যজ্ঞতুষ্টা যজ্ঞরতা বহ্নি লোচন ধারিণী ।। ১৩৪ ।।
যতীন্দ্র হৃদয়াধারা যতীন্দ্র মধ্যবর্ত্তিনী।
যুবতী রক্ত বসনা যোগেন্দ্র প্রাণ মোহিনী ।। ১৩৫ ।।
যোনিমুদ্রা যোগনিদ্রা মহানিদ্রা বিনাশিনী।
যোনিরূপা খর্ব্বকায়া সর্ব্বযোনি স্বরূপিণী ।। ১৩৬ ।।

যোনিপীঠস্থিতা দেবী সংসারার্ণব তারিণী।
যোগারাধ্যা যোগলভ্যা যুবতি রূপ ধারিণী ॥ ১৩৭ ॥
যোগেন্দ্রবন্দিনী রাণী লয়-যোগ প্রকাশিনী।
যোগিনী শঙ্করী দেবী সর্ব্বযোগ বিলাসিনী ॥ ১৩৮ ॥
যোগরতা যজ্ঞসূত্রা কামাকাঙ্খ প্রদায়িনী।
যোগেশ্বর-হৃদাবাসা যোগেশ্বর বিমোহিনী ॥ ১৩৯ ॥
যোগিসেব্যা মুনিরাধ্যা রাজযোগ প্রদায়িনী।
যোগানন্দপ্রদা রাধা রাসমঞ্চ বিহারিণী ॥ ১৪০ ॥
রজতাদ্রিসুতা ত্বংহি রক্তচন্দন চর্চ্চিণী।
রঙ্গালয়া রঙ্গমাতা রাসমণ্ডপ বাসিনী ॥ ১৪১ ॥
রক্তমাংস বসামজ্জা জীবদেহ নিরাসিনী।
রক্তপদ্ম শরীরাভা রক্তপদ্ম বিহারিণী ॥ ১৪২ ॥
রঙ্গপ্রিয়া রঙ্গরতা মহাকাল স্বরূপিণী।
রঙ্গাতুরা রঙ্গময়ী রঙ্গ ভঙ্গ প্রকাশিনী ॥ ১৪৩ ॥
রণোন্মত্তা রক্তপ্রীতা শম্ভুনাথ বিমোহিণী।
রক্তদন্তা রক্তজিহ্বা মহারতি প্রদায়িনী ॥ ১৪৪ ॥
রতিতুষ্টা রতিমাতা মদন প্রাণ দায়িনী।
রক্তবস্ত্র পরিধানা রক্তাক্ত দেহ ধারিণী ॥ ১৪৫ ॥
রামপূজ্যা রামমাতা রাবণ ধ্বংশ কারিণী।
রামেশ্বরী রামপ্রিয়া কাশীধাম নিবাসিনী ॥ ১৪৬ ॥
রাজলক্ষ্মী স্বরূপা চ রাজগেহ নিবাসিনী।
রাধিকা রূপসংস্থা চ রাসেশ্বর বিমোহিণী ॥ ১৪৭ ॥

রাশিচক্ররূপা দেবী রাশি চক্র নিবাসিনী।
রাজরাজেশ্বরী ত্বংহি রাজ্যেশ্বর বিমোহিণী ॥ ১৪৮ ॥
রুদ্রাক্ষ রূপিণী রুদ্রা রুদ্র প্রাণ প্রসাধিণী।
রুক্মিণী ভীষ্মক কন্যা কৃষ্ণ প্রাণ বিহারিণী ॥ ১৪৯ ॥
লজ্জাময়ী লজ্জাহীনা মহালজ্জা বিনাশিণী।
লিঙ্গমূর্ত্তি লিঙ্গরূপা লিঙ্গমূল নিবাসিণী ॥ ১৫০ ॥
শতরূপা দীর্ঘকেশী মহাসিদ্ধি প্রদায়িণী।
শবাসনা শবারূঢ়া চিতাভস্ম বিভূষিণী ॥ ১৫১ ॥
শঙ্খনাদ প্রিয়াদেবী বিল্ববৃক্ষ স্বরূপিণী।
শত্রুনাশকরী তারা রসাস্বাদ প্রসাধিণী ॥ ১৫২ ॥
শান্তিময়ী শান্তিরূপা মহাশান্তি প্রদায়িণী।
শ্যামপ্রিয়া শ্যামরতা বৃন্দাবন বিহারিণী ॥ ১৫৩ ॥
শঙ্খিণী চক্রিণী ত্বংহি নবগ্রহ বিধায়িনী।
শারদা বরদা শুভ্রা শুভ্রজ্যোতিঃ প্রকাশিনী ॥ ১৫৪ ॥
শিবনৃত্য কৃতানন্দা শিবলিঙ্গ বিহারিণী।
শিবধ্যান রতাতুষ্টা শিবানন্দ প্রদায়িনী ॥ ১৫৫ ॥
শিল্পকর্ত্রী শিল্পমাতা শিল্পশিক্ষা প্রদায়িণী।
শিবা শিবানা [illegible] সুমেরু শৈল বাসিনী ॥ ১৫৬ ॥
শৃঙ্গাররসচা[illegible] শৃঙ্গার রস দায়িনী।
শ্বেতছত্রা [illegible] কোটি সূর্য্য প্রকাশিণী ॥ ১৫৭ ॥
ষড়ানন প্রসূ[illegible] সমস্ত মোক্ষ কারিণী।
ষড়্রিপু নাশনকরী [illegible]কাসুর ঘাতিনী ॥ ১৫৮ ॥

ষোড়শী ষোড়শ ভূজা সহস্র ভূজ ধারিণী।
সয়ম্ভু হৃদয়াবাসা সয়ম্ভু লিঙ্গ বাসিনী॥ ১৬২॥
সন্ন্যাসিনী উগ্রতপা তপঃফল প্রদায়িনী।
সহস্রার মহাপদ্মে জ্ঞাননেত্র বিকাশিনী॥ ১৬৩॥
সপ্তস্বরা দেবকন্যা সপ্তসুর প্রসবিনী।
সর্ব্বদেবময়ী মাত রিষ্টদেব স্বরূপিণী॥ ১৬৪॥
সর্ব্বেশী সর্ব্ব জননী সর্ব্ব দুঃখ নিবারিণী।
সর্ব্ব প্রিয়া সর্ব্বরতা সর্ব্ব কল্যাণ কারিণী॥ ১৬৫॥
সাম্রাজ্য দায়িনী শ্যামা চতুর্ব্বেদ বিধায়িনী।
সর্পমাতা সর্ব্বকর্ত্রী সিন্দূর ভাল শোভিনী॥ ১৬৬॥
সিংহাসন সমারূঢ়া সাঙ্গোপাঙ্গ বিভূষিণী।
সিন্ধুকন্যা সিন্ধুমাতা মহাসিন্ধু প্রসবিনী॥ ১৬৭॥
স্থির যৌবন সম্পন্না নিত্যজ্ঞান প্রদায়িনী।
সুরাতুষ্টা সুরারাধ্যা সুরাপান প্রমোদিনী॥ ১৬৮॥
সুরসেব্যা সুরমাতা সুরেশ্বর বিমোহিনী।
সুগোচরা নগোচরা তিতীক্ষা রূপ ধারিণী॥ ১৬৯॥
সুধাদাত্রী সুধারূপা মহাসুধা প্রসবিনী।
সুরেশ্বরী দেবমাতা সপ্তলোক নিবাসিনী॥ ১৭০॥
সুবর্ণকুণ্ডলবতী গজমুক্তা বিধায়িনী।
সুরূপা বিরূপা বামা মোক্ষকাম প্রদায়িনী॥ ১৭১॥
সুনন্দানন্দ রূপা চ ঘনঘোর নিতম্বিনী।
সুকেশা জানকী ত্বংহি অষ্টসিদ্ধি প্রদায়িনী॥ ১৭২॥

স্বপ্নময়ী স্বপ্নরূপা মহাস্বপ্ন স্বরূপিণী।
স্বর্ণদা সর্ব্বদা তারা ভবসিন্ধু বিতারিণী ॥ ১৭৩ ॥
হব্যরূপা কব্যতুষ্টা হব্য কব্য বিলাসিনী।
হাস্যমুখী ঘনপ্রেতা মহালক্ষ্মী স্বরূপিণী ॥ ১৭৪ ॥
হিংসারূপা জগন্ময়ী বিশ্ব দ্বেষ বিনাশিনী।
হিমাচলসুতা দেবী হরিদ্বার নিবাসিনী ॥ ১৭৫ ॥
হেমপ্রভা শশীকলা সাধিষ্ঠান বিহারিণী।
হেমহারা মিষ্টভাসা চিত্রকূট নিবাসিনী ॥ ১৭৬ ॥
হিরণ্যাসুরহন্ত্রী ত্বং নৃসিংহরূপ ধারিণী।
হেরম্ব জননী মায়া হিরণ্যাসুরঘাতিনী ॥ ১৭৭ ॥
ক্ষেমঙ্করী ক্ষমারূপা দুষ্টক্ষোভ নিবারিণী।
ক্ষোভহীণা ক্ষোভমাতা ভক্তক্ষোভ বিনাশিনী ॥ ১৭৮ ॥
গিরীন্দ্রনাথ রক্ষিত্রী দেবশর্ম্ম বিধায়িনী।
ত্রিধারা পীযুষাধারা নন্দীকেশ্বর মোহিনী ॥ ১৭৯ ॥

নমস্তে সুরেশী জগৎ-কারিণী ত্বং,
নমস্তে শিবেশী জগৎ-পালনী ত্বং।
নমস্তে ভবেশী জগন্নাশিনী ত্বং,
নমস্তে মহেশী জগদ্ধারিনী ত্বং ॥ ১৮০ ॥

দেহি ত্বং পাদপদ্মং মে দেবানং দুর্লভং পরং,
ত্রাহিমে মোক্ষদে দেবী পূর্ণে ত্বং ভবসাগরাৎ ॥১৮১ ।

নীরবিলা যোগেশ্বর এতেক কহিয়া।
শুধু গজমুক্তা সম আনন্দাশ্রু ঝরে
ত্রিনয়নে, প্রেমভরে নাচিল সর্ব্বাঙ্গ।
মৃদু মৃদু হাসি উত্তরিলা শশীমুখী,—
"পরিতুষ্ট হইলাম স্তবেতে তোমার,
শান্ত হও এবে, জন্মিয়াছে তব সতী
গৌরীরূপে হিমালয় গৃহে, অবিলম্বে
পুরিবে বাসনা।" এত কহি সযতনে
দিলা পরমায়, মনের হরষে হর
সেবিলা আদরে। আশ্বাসিয়া মহেশ্বরে
মিলিলা অম্বরে পরমায় প্রদায়িনী।
আশ্বাস পাইয়া হর মনের হরষে
ধীরে ধীরে চলি গেলা ধবল শিখরে;
চঞ্চল আপন মন করিয়া দমন,
বসিলেন যোগাসনে আপনার কাজে;
পলকে ভুলিয়া গেলা দুঃখ কষ্ট জ্বালা,
সার্থক করিলা নিজ নাম ভোলানাথ।

উমার বাল্যলীলা।

শশীকলা সম গৌরী বাড়ে দিন দিন
জননীর কোলে। অনিন্দ্যরূপের কান্তি
হেরিয়া নয়নে, উথলিল প্রেমসিন্ধু
সবার পরাণে, ল'য়ে উমাধনে যত
পুরবাসিগণ আমোদে কাটায় কাল ;
রাজ্যভার সমর্পিয়া মন্ত্রীবর করে
সদা ব্যস্ত গিরিরাজ লয়ে কন্যাধন,
দিবানিশি বুকে রাখি ফিরেন আপনি।

বড় ভয়ে ভয়ে রাখি নয়নে নয়নে
রাজার মহিষী সদা হেরেন উমারে,
পাছে গঙ্গাসম চলে যায় দেশান্তরে
তেয়াগিয়া মায়ে। থর থর কাঁপে প্রাণ
সেই এক ভয়ে, দূরে পলায়েছে ক্ষুধা
তৃষ্ণা, নিশাকালে শিয়রে বসিয়া, রাণী
মুখপানে চাহি, একপ্রাণে আরাধেন
ইষ্টদেবে। এইভাবে পঞ্চবর্ষ কাল
হইলে অতীত, শশীরশ্মি সম হ'ল
দেহের বরণ। নিতি নিতি সখিগণ

সাথে কুঞ্জবন মাঝে যাইতে লাগিলা
উমা। একদিন বসি বিল্বমূলে, অতি
যত্নে গঠি শিবলিঙ্গ এক, বিল্বদলে
কত পূজিতে লাগিলা হর্ষে—হেন ভক্তি
পঞ্চবর্ষে কাহার সম্ভবে? হেরি সখি-
গণ মেনকায়ে নিবেদিলা সমাচার।
আসি দেখি বালিকার অপরূপ লীলা,
চুপি চুপি ডাকি গিরিরাজে, দেখালেন
গিরিরাণী, বিস্ময় মানিয়া মনে উমা-
ধনে কত ধন্যবাদ দিলা গিরিনাথ।
সপ্তম বর্ষেতে আর একদিন. চাঁদ
মুখে স্তবি ত্রিলোচনে ভাবে মূর্চ্ছা গেলা
বিল্বমূলে, সখিগণ হেরি সেই ভাব,
ভয়ে ভয়ে আসি সবে কহিলা রাণীরে,—
“ওমা গিরিরাণি! বিল্বমূলে আছে তব
গৌরী অচেতন, সাঙ্গ করি নিত্য পূজা,
ডাকিলাম সাড়া নাই মুখে, স্পন্দহীন
স্থির ত্রিনয়ন, তাই মোরা এসেছি মা
জানাতে বারতা, চল মা দেখিবে চল
প্রবোধ না মানে মন।” কাঁদ কাঁদ মুখে
জানায়ে রাণীরে চলি গেলা সখিগণ,
বিল্বমূলে যথা উমা আছে অচেতন।

সখি মুখে শুনি রাজা রাণী উর্দ্ধশ্বাসে
ধাইলেন তথা, কণ্টকে রোধিল পথ,
ছিন্ন ভিন্ন হ'ল চরণ কমল ; তাহে
নাহিক ভ্রূক্ষেপ। আসি বিল্বমূলে, কোলে
তুলি লয়ে উমাধনে ; সিঞ্চিলেন মুখে
সুবাসিত বারি সুবর্ণ ভৃঙ্গারে। বাহ্য
জ্ঞান শূন্য হ'য়ে সমাধি যোগেতে উমা
ছিল এতক্ষণ, ধীরে ধীরে আচম্বিতে
নড়িল চোখের পাতা, ত্রিনয়ন হ'তে
জলধারা লাগিল বহিতে, ভঙ্গ হ'ল
মহাধ্যান। হেরিলা অমনি উন্মিলিয়া
আঁখি কাঁদিছেন পাশে জনক জননী
কাতর পরাণে, লজ্জা আসি প্রকাশিল
মুখে। বিস্তারিয়া নিজ মায়া শুধু মা মা
রবে ফুকারিয়া কাঁদি কহিলা ভবানী :—
" মাগো! সাঙ্গ করি পূজা ইষ্টদেবে যবে
প্রণমিনু আমি, কে যেন আসিয়া মোরে
নিলা কোলে তুলি, ঘোর নিদ্রার আবেশে
অচেতন হইনু অমনি, কতক্ষণ
পরে দেব কহিলা হাসিয়া, 'কাঁদিতেছে
তব জনক জননী হের রাজবালা!'
দূরে পলাইলা নিদ্রা মোর ইষ্টদেব
সনে, হিয়ার মাঝারে ঘুচে গেল ভয়
নেহারিয়া তোমাদের ও চারু বদন।"

হাসি মনে মনে নীরবিলা মহামায়া।
শিহরিলা দোঁহে, কাঁদিয়া মহিষী কোলে
লয়ে উমাধনে কহিলেন গিরিরাজে ঃ—
“নাথ! সপ্তবর্ষে বালিকার অপরূপ
প্রেম ভক্তি! কভু হেন হেরি নাই আমি।
শুনি হাসি উত্তরিলা গিরিনাথ, “প্রিয়ে!
কন্যা তব মহামায়া, অসম্ভব কিবা
আছে তার? প্রেম তরে জনম ধরায়!”
এতকহি ফিরিলেন উমাধনে কোলে
লয়ে; মহানন্দে পূজি অভিষ্ট দেবেরে।

কনক আসনে বসি হিমাচল রাজ
কোলে লয়ে গৌরীধন। রূপের কিরণে
উদ্ভাসিত দশদিক, পূর্ণশশী যেন
শোভে রাজ অঙ্কোপরে; আহা! মরি মরি
কি মাধুরী তার, রক্তপদ্ম সম শোভে
পাদ-পদ্ম, মধু লোভে অলিকুল যথা,
গুণ গুণ করে প্রেমানন্দে, তথা রুনু
ঝুনু বাজে সোনার নূপুর পদ যুগে,
অলক্ত কুমকুমে রঞ্জিত পাদপদ্ম
হেরি—যাহে বাঁধা কোটী কোটী চন্দ্র সূর্য্য—
পলকে পলায়ে যায় শমন তাড়না।

পরিধানে রক্তাম্বর, বক্ষঃস্থলে আহা,
কিবা মোহিনী কাঁচলি—খচিত হীরকে.
রূপের প্রভায় আলোকিত দশদিক,
নবনীর সম কোমল গঠন, করি-
শুণ্ড যেন ভুজ যুগ, হীরক বলয়ে
হয়ে বিভূষিত কিবা সৌদামিনী সম
তেজে ধাঁধিছে নয়ন। প্রস্ফুটিত পূর্ণ
বিমল আনন, হাস্য যেন শোভিতেছে
স্থির ক্ষণপ্রভা, ধবল দশন শোভে
কুন্দ পুষ্প সম, পক্ক বিম্ব ফল কিবা
শোভিত অধরে, অবিরল ক্ষরিতেছে
সুধা দেবীর বয়ানে, মরি মরি! কিবা
তিল ফুল সম নাসা রঞ্জিত তিলকে.
দুলিছে করণে—কিবা, মোহিনী কুণ্ডল.
স্থির শান্ত প্রেমপূর্ণ নীলপদ্ম সম
শোভিতেছে ত্রিনয়ন—সোহাগের ভরে
সদা করে ঢল ঢল; উন্নত ললাটে
শোভে চন্দ্রকলা, ধক্ ধক্ জ্বলে বহ্নি
তৃতীয় নয়নে, চন্দনের লেখা আহা—
কিবা শোভিত ভালেতে, পৃষ্ঠ পরে শোভে
আলম্বিতা বেণী, যথা কাল ফণী দোলে
স্বর্ণ লতিকায়, শুধু চাহি মুখ পানে
হাসি জিজ্ঞাসিলা উমা রাজ্যের বারতা।

প্রশ্নের উত্তর ধীরে দিলা মন্ত্রীবর।
স্থির নেত্রে হেরি অপরূপ ভাব, মনে
মনে হাসি ধন্যবাদ দিলা গিরিরাজ।

হেনকালে তথা আসি দেবর্ষি নারদ
ঝঙ্কারিলা সুমধুর বীণা হরি গুণ
গানে। হরি প্রেম মহাসিন্ধু সম শান্ত
হৃদয় তাহার, অহঃরহ খেলিতেছে
প্রেমের লহর, পরিধানে পট্টবাস,
আহা কিবা তুলসীর মালাদল শোভে
গলদেশে, মুখে সদা হরিনাম, শুভ্র
জটাজাল দুলিতেছে পৃষ্ঠপরে, শ্বেত
শশ্রুরাজি শোভিত বদনে, ঢল ঢল
দুনয়ন, হরি প্রেমে করে ছল ছল,
কল কল নাদে হৃদয়ে তাহার হরি
প্রেম বহিছে উজানে, হাস্য রসে ভরা
সুবদন, ব্রহ্মানন্দে সদাই বিভোর।
তিলকের লেখা শোভে উন্নত ললাটে,
হরিনামাবলি—কিবা চিত্রিত বিস্তৃত
বক্ষঃস্থলে, আসি সসম্ভ্রমে প্রণমিলা
গৌরী পদে। কাঁদি মা মা রবে দিলা গড়া-
গড়ি, সিক্ত হ'ল ধরাতল নয়নের

যাঁরে, মনের হরষে আত্মহারা হ'য়ে
স্তবগান গাহিলেন গায়ক নারদ।

উঠি শশব্যস্তে অঞ্চলের কোণে উমা
মুছাইলা অশ্রুজল, বসাইয়া দিব্য
সিংহাসনে প্রণমিলা পদমূলে। অতি
সযতনে সেবি পাদপদ্ম, মুখে দিলা
উপাদেয় খাদ্য নানাবিধ, নিবেদিয়া
কর্পূর বাসিত জল, আনি দিলা পক্ক
হরিতকী, ব্যজনিলা চামর আপনি,
অচেতনে নিদ্রা গেলা দেবর্ষি নারদ,
হৃষ্টমনে উমা করিলেন পদসেবা।
আশ্চর্য্য অতিথি সেবা হেরি গিরিরাজ
চুম্বিলা উমারে, ভক্তিভাবে মনে মনে
কত আরাধিলা ইষ্টদেবে,—যাঁর বরে
প্রাপ্ত আজি অমূল্য রতন ; পাত্র মিত্র
আদি সবে ধন্য বাদ দিলা অগণন।
নিদ্রাভঙ্গে উঠি দেবর্ষি নারদ মৃদু
মধু হাসি কহিলেন গিরিনাথে, " ধন্য
তুমি ! মহা তপস্যার ফলে লভিয়াছ
হেন কন্যাধন, শঙ্করের অর্দ্ধাঙ্গিনী
ইনি মহামায়া, বিনা মহেশ্বর হৃদে
নাহি অন্য ধ্যান, এক প্রাণে গাঁথা দুই

জন, সতী তরে বহু কালাবধি মহা-
ধ্যানে আছেন শঙ্কর। শুভদিন দেখি
মহারাজ উমাধনে কর সমর্পন।
লজ্জাভরে কন্যা তব সদা নতমুখী,
ক্রমে ক্রমে হ'তেছে রূপের বিকাশ,
দক্ষ প্রজাপতি অভিমানে অপমান
করেছিলা হরে; তেঁই সতী তেয়াগিয়া
প্রাণ যজ্ঞানলে, ব্রহ্মরূপে ছিলা এত
কাল, পতি সনে এবে মিলিবার সাধ;
পূর্ব্বকথা গিরিনাথ জানত সকল?
সেই হেতু বিবাহের কর আয়োজন।
নীরবিলা ঋষিরাজ এতেক কহিয়া।

শুনিয়া অমিয় মাখা দেবর্ষি বচন,
পুলকিত মনে কহিলেন গিরিরাজ।
শুনিয়াছি পরমাত্মা মহেশ্বর ধ্যান
যোগে মগ্ন এবে। কে ভাঙ্গিবে তাঁর ধ্যান?
তিনি পরম পুরুষ পরম বৈরাগী!
ভাল কি লাগিবে তাঁর সংসার ধরম?
ভাগ্যাকাশে উদিবে কি সুখের তপন?
পাইব কি উমাধনে সমর্পিতে তাঁর
করে? সতী মোর মহেশ্বর বিনা অন্য
কিছু নাহি জানে, পঞ্চবর্ষ বয়ক্রম

হ'তে একমনে বিল্বমূলে সদা করে
শিবপূজা। ওগো ঋষিরাজ! পায়ে ধরি
তুমি কর আয়োজন; মম অঙ্গিকার,
সমর্পিব উমাধনে মহেশ্বর করে।
জানাবেন সমাচার দেব পঞ্চাননে।”
আশীষিয়া গিরিনাথে পূণ্য ব্রহ্মলোকে
গেলা দেবর্ষি নারদ। সখিগণ-পাশে
আসি সরমে ভাসিয়া উমা ধীরে ধীরে
কহিলা জয়ারে;—“স্বজনিলো! বহুকাল
হতে যাঁরে পূজিতেছি হিয়ার মাঝারে,
মিলনের আশা আজি হ'ল তাঁর সনে।
এতদিনে আজি বিধি হইয়া প্রসন্ন,
পিতৃ মন জানিতে বিরলে, ঋষিরাজে
পাঠায়ে ছিলেন, দেব মরাল বাহন”।
এতেক কহিয়া উমা গেলা মার কাছে।

উমার বন গমন ।

একদিন বসি জননীর কোলে কত
কাঁদিলা ভবানী। জিজ্ঞাসিলে কথা
নাই মুখে, বারি ধারা সম ঝরে নীর
অবিরল নয়ন অপাঙ্গে, সখি মুখে
রাণী জিজ্ঞাসিলা সমাচার। উত্তরিলা
জয়া—"মাগো ! তপস্যার তরে. উমা তোর
যেতে চায় বনে, আরাধিয়া মহেশেরে
লবে মনোমত পতি ; দুর্জ্জয় সংকল্প
তার, লজ্জায় বলেনা উমা প্রকাশিয়া
মুখে, যাব সাথে তার আমরা সকলে ;
মাগো ! করিসনে মানা, এই ভিক্ষা তব
পদে।" বজ্রাহত প্রায় রহি ক্ষণকাল,
বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে রাণী, আকুল অন্তরে
কহিলা জয়ারে—"মাগো ! জিজ্ঞাসিয়া রাজে
তূর্ণ তোমাদের আমি দিব সমাচার।"
এত কহি রাণী চলি গেলা গৃহকাজে।

নিশাকালে যবে আসিলেন গিরিরাজ,
কহিলা মহিষী,—"নাথ ! মনোমত পতি

তরে, আরাধিতে হরে কন্যা তব যেতে
চায় বনে। দিবানিশি বাছা মোর শুধু
করিছে ক্রন্দন, সহিতে পারিনা আর
উমার রোদন ; সখিগণ সাথে সাথে
যাবে তার ; কি তোমার অভিপ্রায় কহ
মহারাজ ? বল নাথ কি তব আদেশ ? ”
চমকিলা গিরিরাজ শুনিয়া বচন.
নিমেষের তরে না হেরিলে উমাধনে,
অন্ধকার দেখেন ভুবন, উমা বিনা
কেমনে রহিবে প্রাণ, এই ভাবি মনে
হইলেন ব্যাকুলিত। বজ্রাহত জীব
সম মুখে নাই বাণী। কিন্তু মনে মনে
আছে জানা, অকাট্য গৌরীর পণ, হবে
পরমাদ যদি করেন নিষেধ, তবু
স্নেহে অন্ধ হ’য়ে উত্তরিলা রাজা ;—“প্রিয়ে !
বালিকা সে, ভাল মন্দ কিছু নাহি জানে,
হিংস্র বন্য জন্তু সনে বনমাঝে বাস
কেমনে করিবে ? তপস্যায় কত ক্লেশ
জানেনাকো উমা, তেঁই হেন আবদার
করিয়াছে তব পাশে, ভুলায়ে বারন
করিও তাহারে।” হাসি কহিলা মহিষী.—
“নাথ ! কত বুঝায়েছি আমি নিষেধ না
মানে উমা, শুধু কাঁদে সদা, তাই বলি

বুঝে দাও অনুমতি, করিওনা মানা।
উত্তরিলা গিরিনাথ,—"একান্তই উমা
যদি তপস্যার তরে যায় বন মাঝে,
করিবনা মানা, লুক্কায়িত ভাবে আমি
তথা রাখিব প্রহরী, সখীগণে বিধি
মতে দিও উপদেশ"। এতেক কহিয়া
সোহাগের ভরে, নিদ্রা গেলা গিরিরাজ।

প্রভাতে উঠিয়া রাণী সখিগণ সহ,
ডাকি উমাধনে কহিলা সুস্বরে;—"মাগো!
কত মানা করিলেন তিনি, বুলিলেন
শেষে, একান্তই উমা যদি তপস্যার
তরে যায় বন মাঝে, করিব না মানা,
বিধি মতে উপদেশ দিয়া সখিগণে
সঙ্গে দিও তার। দেখো গো মা জয়া, যেন
হারায়োনা মম হারাধনে, বহুকাল
পরে পেয়েছি মা উমাধনে, সযতনে
রেখো বনমাঝে, সঁপিলাম হারাধন
তোমাদের করে।" কাঁদিতে লাগিলা রাণী
এতেক কহিয়া। গৌরীধনে কোলে
লয়ে, মুখে দিলা উপাদেয় নানা খাদ্য,
বিনাইয়া কেশ অতি সযতনে, স্নেহে
সাজাইলা মণিমুক্তা রত্ন আভরণে—

পূর্ণশশী যেন সাজি নেমেছে ভূতলে।
জননীর কোলে লুকাইয়া মুখ, ভাসি
প্রেমানন্দে কত কাঁদিলা ভবানী, নমি
ভক্তি ভাবে স্নেহাধার জনক জননী,
আশ্বাসি মধুর স্বরে পুরবাসিগণে,
বিদায় লইলা উমা তপস্যার তরে,
কাঁদায়ে সবার প্রাণ। সখিগণ সাথে
গৌরী বাহিরিলা হাসিতে হাসিতে। হেন
দৃশ্য হেরি মনে মানিয়া বিস্ময়, সবে
আসি দাঁড়াইলা কাতারে কাতারে, লোকে
লোকারণ্য হ'ল রাজপথ, বিষাদের
ছায়া, মুখে ভাতিল সবার—পূর্ণিমার
শশী যথা ঢাকে কাল মেঘে! হেরি হেন
অভিনব ভাব, জাগিল রমনী প্রাণে
স্বামী আরাধনা, আদর্শ প্রেমের ভাবে
হইয়া মগন, পতি দেবতার চিত্র
আঁকি হৃদিমাঝে, স্বামী আরাধন ব্রতে
হইলা সকলে ব্রতী; মহানন্দে ধরা
নাচিলা অমনি। মজায়ে সবার প্রাণ
সখিগণ সনে উমা পশিলা কাননে।

দেবগণের মন্ত্রণা।

সঙ্গে লয়ে দেবগণ শক্তিসহ বসি
দেব পিতামহ, মণিময় সিংহাসনে—
আহা খচিত হীরক হার, ঝকিতেছে
যেন ক্ষণপ্রভা। রাজহংসগণ ক্রীড়া
করে চারিভিতে, কুল কুল নাদে গঙ্গা,
সদা গাইতেছে হরিগুণ গান, মিহি
সুরে বাজে সপ্তস্বরা, আমোদিত পদ্ম
গন্ধে, মহাসিন্ধু সম বিরাজিতা মহা
শান্তি সেই পুণ্যধামে, করে ঘুরিতেছে
অহরহঃ জপমালা, পারিজাত ফুলে
সুশোভিত স্তম্ভরাজী, দাসীরূপে সদা
নাচিতেছে মুক্তি দেবী, উজ্জ্বল হীরকে
খচিত প্রাঙ্গন, গজমুক্তা ঝুলিতেছে
চারু চন্দ্রাতপে, তোরনের উচ্চমঞ্চে
ধীরে ধীরে বাজিছে মুরলী, আহা! কিবা
অপরূপ ব্রহ্মলোকে বিধি নিকেতন।

ঝঙ্কারি পঞ্চম তানে মধুমাখা হরি-
নাম, গাইতে গাইতে আসি প্রণমিলা

পিতৃপদ তলে। আলিঙ্গিয়া পুত্রবরে
আজ্ঞা দিলা লইতে আসন। বসি কহে
নারদ পিতারে। "ধন্য গিরিরাজা! পিতঃ!
স্বচক্ষে তাঁহার হেরিলাম গুণপণা,
নতুবা কি আদ্যাশক্তি বিরাজেন্ তথা?
নরাকারে দেবগণ বিরাজিত সভা-
সদরূপে। সমর্পিতে কন্যা শিবে ব্যস্ত
গিরিরাজ। তাত! ধ্যানে মগ্ন মহাদেব,
বিবাহের তরে ভার দিয়াছেন মোরে
গিরিনাথ, কেমনে হইবে বল ভঙ্গ
হরযোগ?। মধ্যাহ্ন তপন সম তিনি
তেজে প্রজ্জ্বলিত, হেন সাধ্য কার আছে
যায় তাঁর কাছে? পরামর্শ দিন দেব-
গণে, আহা! মা আমার সদা ব্যাকুলিতা
মহেশ্বর তরে। দেব! দেহ আজ্ঞা যাব
আমি শ্রীকান্ত আবাসে"। আশীষিয়া পুত্রে
ব্রহ্মা আজ্ঞা দিলা যেতে নারায়ণ পাশে।
প্রণমিয়া পদে দেবর্ষি নারদ গেলা
বিষ্ণুধামে; হরিনামে হ'য়ে মাতোয়ারা।

আহ্বানিয়া দেবরাজে হাসি কহিলেন
পদ্মযোনি। "পাঠাও মদনে ত্বরা যথা
মহাধ্যানে মগ্ন মহেশ্বর; সাথে সাথে

রহিও তোমরা। শুন দেবরাজ! যবে
সৃজিয়া কামেরে পঞ্চশর সহ দিনু
ফুল ধনু, পরীক্ষার তরে মমোপরে
হানিলা অবোধ, মাতিল হৃদয় মোর।
সে কারণ অভিশাপ দিনু তারে। দণ্ড
আমি তোরে দিবনা স্বহস্তে, কিন্তু পাবে
প্রতিফল শঙ্করের হাতে। হর যোগ
ভঙ্গ তরে, সঙ্গে লয়ে মদনেরে যাও
দেবরাজ, নতুবা কভু হবেনা দুষ্ট
দৈত্যের নিধন” এত কহি নীরবিলা।

কমল আসনে বসি দেব নারায়ণ
অঙ্কে লক্ষ্মী পদ্মালয়া। নাচিতে নাচিতে
আসি দেবর্ষি নারদ প্রণমিয়া দোঁহে,
হরি নামে হ’ল অচেতন। মৃদু মধু হাসি
জিজ্ঞাসিলা রমানাথ। কি দেখিলে তুমি
গিরিপুরে? হেরিয়া উমারে ফুটিল কি
জ্ঞান আঁখি? সনাতন ব্রহ্ম বলে তাঁরে
জানিলে কি তুমি? প্রবোধ না মানে মন,
কহ বিস্তারিয়া। এত বলি নীরবিলা
দেব চক্রপানী। হাসি উত্তরিলা ঋষি-
রাজ, “নাথ! তব পুর সম হেরিলাম
গিরিপুরী, পরমাত্মা বলে এতদিনে

জানিলাম উমাধনে, স্বহস্তে জননী
কত সেবিল আমারে, অশক্ত বর্ণিতে
তাহা। উমাধনে কোলে লয়ে ধন্য আজি
দেব! পবিত্র হইল অঙ্গ ; অঙ্গীকৃত
গিরিরাজ সমর্পিতে মহেশ্বরে গৌরী
ধন, শুভ পরিণয় ভার অর্পিলেন
মোরে, গিয়াছিনু ব্রহ্মধামে জানাইতে
মঙ্গল বারতা ; এত দিনে হরি পেলে
তুমি পরিত্রাণ"। প্রণমিয়া পদমূলে
প্রফুল্ল অন্তরে দেব ফিরিলা স্বধামে।
রমাসনে রমানাথ হাসিলা অমনি।

সুবর্ণ আসনে বসি দেব পুরন্দর
বামে শচী হেমাঙ্গিনী, আশে পাশে অন্য
দেবগণ। হেনকালে আসি উতরিলা
সখাসনে রতিপতি তথা। সসম্ভ্রমে
উঠি দেবরাজ সুখাসনে বসাইয়া
দোঁহে, জিজ্ঞাসিলা কুশল বারতা ; প্রেমে
জল আসিল নয়নে, মধুর বচনে
কহিলা মন্মথে—"এ ঘোর বিপদে সখা
একমাত্র তুমি কর্ণধার, দেবরাজ
বন্ধু তুমি বিদিত ভুবনে, তেঁই চাহি
তব সহায়তা। ঘোর অরিদল সবে

ঘুরিতেছে চারিভিতে, বিনা শম্ভু সুতে
কে বধিবে দুর্জ্জয় তারকে ? ধ্যান যোগে
মগ্ন মহেশ্বর, নিদাঘ তপন সম
প্রজ্জলিত তেজে, কার সাধ্য যায় সেই
স্থানে, মনোমত পতি লাগি, তপস্যার
তরে বনমাঝে গিয়াছেন উমা। ব্রহ্ম-
লোকে মোরা গিয়াছিনু উপদেশ তরে,
নির্দ্দেশিলা তব নাম বিরিঞ্চি প্রবর ;
কহিলেন তিনি বিনা রতিপতি কার
সাধ্য ভঙ্গে হরযোগ। সখা একা তুমি
অজেয় জগতে, ত্রাণ কর দেবগণে
এ ঘোর বিপদে, অনুরোধ করি সখা !
রাখহ মো'দের কথা, যাও ত্বরা করি
যোগ-ভাব হরি, হরে দাও যোগ-ভাব"
নীরবিলা সুররাজ এতেক কহিয়া।

শুনি রতিরাজ চিন্তিয়া অন্তরে, মনে
মনে কহিলা আপনি। এক প্রাণ তরে
যদি বাঁচে দেবগণ, ভুবন মাঝারে
রহিবে অনন্ত কীর্ত্তি ; জানি মহাতেজে
জ্বলিতেছে দেব ত্রিলোচন, যদি ভঙ্গ
করি তাঁর ধ্যান, তুলা রাশি সম পুড়ে
হব ভস্মসাৎ। অলঙ্ঘ্য অদৃষ্ট ফল

কে পারে রোধিতে ? মোহবশে পঞ্চশরে
যবে আমি বিঁধেছিনু মরাল বাহনে,
সে অবধি অভিশপ্ত আমি ; পাব তার
যোগ্য প্রতিফল শঙ্করের করে। তবু
নহি ডরি মহেশ্বরে যায় যাবে প্রাণ
পর উপকার তরে, কি ভয় শমনে ?
এ ছার জীবন তরে খেদ কেন আর ?
বিচারিয়া মনে মনে হাসি উত্তরিলা
রতিপতি—"শান্ত হও দেবরাজ, পূর্ণ
হবে তব সাধ। কি ভয় তোমার ? ভয়
কি তারকাসুরে থাকিতে এ দাস ? সখা !
এই অঙ্গিকার মোর, হর যোগ ভঙ্গ
আমি করিব নিশ্চয় ; হর কোপানলে
যবে জ্বলিবে শরীর, বাঁচাইও রতি-
ধনে, উপদেশ দিও তারে যাতে হয়
তুষ্ট মহেশ্বর, তিনি অতি দয়াময়,
তাঁহার কৃপায় প্রাণ অবশ্য পাইব ;
নিরভয়ে রহ দেবরাজ"। এতকহি
আলিঙ্গিয়া সুররাজে ফিরিলা মদন।

মদন ভস্ম।

রতিসনে রতিরাজ বসিয়া বিরলে
কহিলা প্রিয়ারে হাসি, "মহাধ্যানে এবে
মগ্ন মহেশ্বর, দেবগণ সন্ত্রাসিত
দুষ্ট অসুরের ভয়ে; নবীন যৌবনে
ঢল ঢল উমাশশী। বিনা শম্ভু সুত
দুর্জ্জয় তারকাসুরে কে পারে বধিতে?
ভাঙ্গিতে হরের ধ্যান, যাব আমি তাই
দেবেন্দ্রের অনুরোধে; হাসি মুখে প্রিয়ে
দাওলো বিদায় মোরে। কার্য্য সিদ্ধি হ'লে
অবিলম্বে আসিবলো তব সন্নিধানে।
করোনা বারণ প্রিয়ে প্রতিশ্রুত জনে।
চুম্বিলা প্রিয়ারে কাম এতেক কহিয়া।

শুনিয়া মদন প্রিয়া কাঁপে থর থর,
বদনে সরেনা ভাষা; পুত্তলিকা সম
রহি কতক্ষণ সতী কত কি ভাবিলা,
ধীরে ধীরে পরে কহিলা পতিরে, "নাথ!
দেখিয়াছি কুস্বপন নিশা অবসানে,
কে যেন বলিল কাণে সাবধান রতি,

পতিধনে আজ হ'তে ছাড়িওনা দূরে ;
ছাড়িলে হারা'বে তারে ; তেঁই প্রাণনাথ !
করি নিবারণ সেথা যেওনা কাঁদায়ে
অভাগীরে ; শিব যে গো তীব্র হুতাশন,
বহ্নিমাঝে জেনে শুনে কেন দেবে ঝাঁপ,
হর কোপানলে জ্বলে অবশেষে কিগো
হবে ছারখার ? মাথা খাও, কথা রাখ,
ত্যজ তব পণ, তবু যদি যাও অবহেলে,
নিজ করে বধ আগে দুঃখিণী দাসীরে,"
কাঁদিতে লাগিলা রতি এতেক কহিয়া ।

মৃদু মধু হাসি কহিলা মদন । "ভয়
কি তোমার প্রিয়ে ? কেবা নয় বল ধনি
আমার অধীন ? আমি অজেয় জগতে,
কারে কর ভয় ? ত্রিভুবনে আছে কেবা
রোধে মোর গতি ? ত্যজ বৃথা শোক তব ।
বীরের রমনী তুমি, সাজে কি সজনী
বৃথা চিন্তা ?" নীরবিলা রতিরাজ । কাঁদি
কহিলা মদন প্রিয়া, "জানি প্রাণনাথ তুমি
অজেয় ভুবনে, ফুলশর তব ধরে
মহাতেজ, কিন্তু জাননা কি রুদ্র-
ব্যোমকেশে ? নয়নে যাঁহার বহ্নি জ্বলে
ধক্ ধক্, পরম পুরুষ যিনি আদি

মহাকাল ; পলকে করেন যিনি কোটি
বিশ্ব লয়, তুলনায় তাঁর কাছে ক্ষুদ্র
তুমি অতি ! ফুলশর হবে ছারখার,
অকারণে দ্বন্দ যদি কর তাঁর সনে ;
আসন্ন কালেতে হয় বুদ্ধি বিপরীত,
তাই দেখি নাথ বুঝি হয়েছে তোমার ।
নিয়তির গতি কে পারে রোধিতে ?
মরমে বুঝিনু নাথ ! কাঁদাতে অবলা
হইয়াছে তব সাধ। কেন ঝাঁপ দিবে
জলন্ত অনলে ? ক্ষুদ্র পিপিলিকা সম
পুড়িবে নিশ্চয়, তিনি দর্পহারী, সদা
তেজময়। পায়ে ধরি নাথ ! ক্ষান্ত হও,
ত্যজ দুষ্ট অভিলাষ" । এত কহি শিরে
করি করাঘাত ; কাঁদিতে লাগিলা রতি

আকুল অন্তরে কাম চিন্তিলেন মনে,—
হায় ! নারী অনুরোধে যদি ভঙ্গ করি
প্রতিজ্ঞা আমার, এ জীবনে নাহি হবে
কভু নরকেও স্থান । দেবসভা মাঝে,
কি বলে দেখাব মুখ ? কলঙ্কের হার
দিবে তারা গলে, তাহা হ'তে শঙ্করের
হাতে মৃত্যু শতগুণে ভাল ; বিচারিয়া
মনে মনে বীরসাজে সাজিলা মদন ।

সযতনে পঞ্চশর সহ করে নিলা
ফুল-ধনু, কটিদেশে আঁটিলা কৃপাণ
অতি খরশান। চুম্বিয়া রতিরে স্নেহে,
হরযোগ ভঙ্গ তরে সখাসনে বেগে
চলিলা মদন। আসি সুরপুরে, সঙ্গে
নিলা দেবগণে। নির্ব্বাক চোরের মত
গেল সবে যথা ধ্যানে মগ্ন মহাদেব।

উতরিলা রতিরাজ সহ দেবগণ
হিমগিরি শিরে, তুষারে আবৃত
হয়ে বিল্বমূলে যেথা বসি চন্দ্রচূড়।
মধ্যাহ্ন তপন সম তেজরাশি সবে
হেরিলা সভয়ে। জলন্ত পাবক সম
নিজতেজে জ্বলিতেছে দেব ত্রিলোচন,
স্তিমিত নয়ন; ললাট ফলকে ক্ষরে
চন্দ্রমার সুধা। আলু থালু বাঘ ছাল
শোভে কটিদেশে, গলদেশে লম্ববান
নৃমুণ্ডের মালা; আপনার মনে তারা
হাসিতেছে অট্ট অট্ট হাস। আশে পাশে
অহিগণ করে লক্ লক্, জটা হ'তে
ঝর ঝর ঝরে সুরধুনী, সরোজের
গন্ধে আমোদিত দিক, বসি পদ্মাসনে
একমনে যোগ-রত শিব; মহানন্দে

পাশে শুয়ে বৃষরাজ করে রোমন্থন ;
মহাশান্তি বিরাজিতা সেই পুণ্যধামে।

থর থর দেবগণ হেরিয়া মহেশে,
যম ভীত নর সম রতিপতি অতি
বিকল-হৃদয় ; ভয়ে কাঁপে ঘন ঘন
শরীর তাহার ; মুখে নাহি সরে বাণী,
ত্রস্ত হস্ত হ'তে চাপ পড়িল খসিয়া,
আকুল হৃদয়ে কাম নিস্তেজ নয়নে
চাহিলা বাসব পানে ; মরম মাঝারে
চাপিয়া আপন ভয়, কহিলা বাসব,—
"ভয় কি মদন তব ? আমরা সহায়,
সত্বর বুঝিয়া কর প্রতিজ্ঞা পূরণ"।
বজ্রীর আশ্বাস পেয়ে দূরে গেল ভয়,
ক্রমে ক্রমে নব বল সঞ্চারিল প্রাণে ;
ধীরে ধীরে ধরা হতে তুলিলা কার্ম্মুক
মোহন মকরধ্বজ। অটল সাহসে
বাঁধিয়া হৃদয় শেষে কহিলা বসন্তে,—
"সাজ সখা নিজ সাজে তিলেক বিলম্বে
শেষে ঘটিবে প্রমাদ"। ভৃত্যগণে ত্বরা
আদেশিলা কামসখা। অমনি কাননে
বহিল বসন্তানীল, মধুর রবেতে
ডাকিল পাপিয়া ; কুহু রবে পিকবর

বসি তমালের ডালে আকুল করিলা
ত্রিভুবন, নাচে মুক্ত পুচ্ছ শিখীকুল,
আমোদিলা গন্ধরাজ, গন্ধে দশদিক।
বুঝিয়া সময়, জানুপাতি বসি ভূমে,
আকর্ষিয়া রতিপতি আকর্ণ অবধি
আপনার ফুলধনু, যোগী মহেশ্বরে
সন্ধানিলা পঞ্চশর পর পর পর।

দেখিতে দেখিতে প্রভু হইয়া চঞ্চল,
উন্মীলিলা ত্রিনয়ন। মনোজ পীড়ায়
হইয়া কাতর দেব, কারণ ইহার
জানিলা সকল। মদনের দর্প হেরি
কাঁপিল সর্ব্বাঙ্গ রোষে, জটাজাল হল
উর্দ্ধমুখী; ভীমনাদে তুলিয়া তরঙ্গ
কল্লোলিলা সুরধনী, শিরে অহিরাজ
করে লক্ লক্, নরমুণ্ড মুহুমুহু
করে দন্ত কিড়ি মিড়ি; জ্বলিয়া উঠিল
বহ্নি উর্দ্ধের নয়নে। মহারোষে হিয়া
কাঁপে থর থর, বুঝিবা পলকে হায়
ঘটায় প্রলয়; ব্যাঘ্র চর্ম্ম খসি ভূমে
গেল গড়াগড়ি, ভুবন কাঁপিল ডরে;
বিক্ষোভিল সিন্ধুবারি, চূর্ণ গিরিচূড়া;
কম্পিত অধরে শেষে মেঘমন্দ্র স্বরে

কহিলেন শূলী, "ওরে বর্ব্বর পিশাচ,
এত দর্প তোর, জাননা কি মোরে ? কিবা
ক্ষতি করেছিনু তোর ? মদেমত্ত হ'য়ে
গুরু লঘু জ্ঞান আজি হারালি পামর ;
লহ তার যোগ্য প্রতিফল" । এতকহি
রোষে দৃষ্টি করিলেন রতিরাজ পানে,
বাহিরিল উগ্রতেজ ললাট ফলকে ;
শশীকলা করে টল মল, হুহু স্বরে
বহ্নিরাশি চারিপাশে ঘেরিল মদনে,
ভস্মীভূত হ'ল কাম ফিরাতে পলক ।
হা হা করি দেবগণ গেলা নিজধামে ।
প্রিয়াশোকে ব্যাকুলিত হইল শঙ্কর,
অদূরে ও কে গো স্নিগ্ধ তপস্বিনী বেশে,
বহ্নি মাঝে দাঁড়াইয়া ডাকে শিব শিব ?
উথলিল প্রেমসিন্ধু প্রমথের প্রাণে ।

উমার তপস্যা।

সখিগণ সনে উমা পঞ্চতপ তরে,
স্থাপিলা অনল সেই কাননের মাঝে।
যাপিলা প্রথম মাস ফলাহারে উমা,
মরম মাঝারে সদা শঙ্করের ধ্যান,
একমাত্র পত্রাহারে যাপিলা দ্বিতীয়,
যাপিলা তৃতীয় মাস জল পান করি,
চতুর্থ কাটিয়া গেল বায়ু মাত্র লয়ে,
শিবনাম হৃদে শুধু করি জপমালা।
এইরূপে সাঙ্গ করি চাতুর্ম্মাস্য ব্রত—
পঞ্চম মাসেতে আপনায় হাতে উমা
চারিভিতে প্রজ্বলিত করিয়া অনল,
সমাধি যোগেতে শেষে বসিলেন মাঝে,
হৃদাকাশে আঁকি শিব-ছবি। বাহ্যজ্ঞান
ক্রমে হ'ল তিরহিত, অচল সমান
উমা রহিলা নিশ্চলা, মরি মরি! কিবা
আদর্শ রমণী রূপে প্রেমিকা সাজিয়া,
প্রেমিকের আরাধনা প্রকাশিলা ভবে!
রমণী মাঝারে আহা, ধন্যা একা উমা!
জগতে তুলনা কভু তাহার সমান

নাহি মেলে অন্তর। মদনে দমন করি,
আবেশে আসিয়া হেথা দেখিলেন হর,
বহ্নি মাঝে গৌরী করে স্বামী আরাধনা।
অপূর্ব্ব তিতিক্ষা হেরি মোহিত শঙ্কর,
আলিঙ্গিয়া উমাধনে অন্তরে অন্তরে
হইলেন আবির্ভাব উমার সদন।
সম্বরিয়া আত্মরূপ মৃদু মধু স্বরে
কহিলা মহেশ,—"রাজবালা! তপস্যায়
তব পরিতুষ্ট আমি, লহ বর যাহা
অভিরুচি, হের মোরে, উন্মিলি নয়ন,
আমিই শঙ্কর"। নয়ন মেলিয়া উমা
আপনার ইষ্টদেবে দেখিয়া সম্মুখে;
প্রেমরসে তিতি হিয়া মাতাইলা প্রাণ,
রোমাঞ্চিত হ'ল দেহ, মুক্তা ফল সম
নীর ঝরিল নয়নে। ভক্তি ভাবে নমি,
গদ গদ কণ্ঠে ধীরে স্তবিলা ভবানী :—

নমস্তে বেদোদ্ভবায় ওঁকারস্বরূপায় বিশ্বরূপায় নমো নমঃ।
নমো জ্ঞানানন্দায় মুক্তিপ্রদায় বিন্দুরূপায় নমো নমঃ॥
নমস্তে চিত্তরূপায় বিশ্ববিধাত্রে নির্গুণায় নমো নমঃ।
নমো ভূতাধিপতয়ে শান্তিপ্রদায় ভৈরবায় নমো নমঃ॥
নমস্তে ভক্তিদাত্রে লিঙ্গরূপায় শঙ্করায় নমো নমঃ।
নমো বিশ্ববীজায় আত্মরূপায় সিদ্ধিপ্রদায় নমো নমঃ॥

নমস্তে ত্রিলোচনায় ভস্মভূষিতায় পরমাত্মনে নমো নমঃ।
নমো গঙ্গাধরায় দ্বিপীচর্ম্মাম্বরায় পূর্ণমূর্ত্তয়ে নমো নমঃ॥
নমস্তে ত্রিশূলহস্তায় লয়কারায় মহেশ্বরায় নমো নমঃ।
নমো বিশ্বনাথায় কাশীশ্বরায় নিস্তারকারিণে নমো নমঃ॥
নমস্তে শশিশেখরায় ফণীভূষণায় শান্তমূর্ত্তয়ে নমো নমঃ।
নমো নির্ব্বাণদাত্রে মোক্ষবিধাত্রে জগৎকর্ত্রে নমো নমঃ॥
নমস্তেঽনাদিভূতায় অন্তরহিতায় কামপ্রদায় নমো নমঃ।
নমো গুরুরূপায় কর্ণধারায় আশুতোষায় নমো নমঃ॥
নমস্তে প্রেমরূপায় রজতগিরিনিভায় দিগম্বরায় নমো নমঃ।
নমো পুরাণপুরুষায় নির্ব্বিকল্পায় নিরাকারায় নমো নমঃ॥
নমস্তে জগদাধারায় ব্রহ্মরূপায় কামান্তকায় নমো নমঃ।
নমো ভবপাশমোচনায় শক্তীশ্বরায় জ্ঞানরূপায় নমো নমঃ॥
নমস্তে জটাধরায় জ্যোতীরূপায় অনন্তরূপায় নমো নমঃ।
নমো গরলাশনায় পীযুষপ্রদায় নীলকণ্ঠায় নমো নমঃ॥
নমস্তে ভূতনাথায় সর্ব্বভূতাধিবাসায় গৌরীশ্বরায় নমো নমঃ
নমো যোগেশ্বরায় ত্রিপুরান্তকায় পঞ্চাননায় নমো নমঃ॥
নমস্তে সৃষ্টিকারিণে পঞ্চবক্ত্রায় ত্র্যম্বকায় নমো নমঃ।
নমো ভবেশায় চন্দ্রশেখরায় বৃষভবাহনায় নমো নমঃ॥
নমস্তে সিন্ধুরূপায় বেদাতীতায় কমলনেত্রায় নমো নমঃ।
নমো নিরঞ্জনায় সতীনাথায় পরমেশ্বরায় নমো নমঃ॥
নমস্তে বিভূতিভূষণায় কৃত্তিবাসায় মৃত্যুঞ্জয়ায় নমো নমঃ।
নমঃ বিশ্বকর্ত্রে বিশ্বহর্ত্রে বিশ্বরক্ষকায় নমো নমঃ॥
নমস্তে প্রবৃত্তিরূপায় নিবৃত্তিকারায় মনোঽগোচরায় নমো নম
নমো মৃগপাণয়ে পিনাকধারিণে কৈলাসেশ্বরায় নমো নমঃ॥

স্তব করি যোড় করে রহিলা ভবানী।
হাসি উত্তারলা ত্রিলোচন,—"উমা কিবা
আছে মোর, আমি দীন ভিক্ষাজীবী, বল
কি দিব তোমায়? লহ বর নিজ মন
মত। নয়নের তারা তুমি জগতের
সার, চিরান্ধের চক্ষু রূপে বিরাজিত
দেহে, ভবব্যাধিগ্রস্ত জীবের পারের
উপায়, নীলকণ্ঠের কণ্ঠমণি, তুমি
গো পার্ব্বতি! কৃপনের ধন রূপে থাক
ধরাধামে, তৃষিত জনের তুমি শান্তি
সুধাবারি, ভিক্ষাঝুলি রূপে তুমি থাক
দরিদ্রের করে। কে আছে তোমার সম
নিত্য ত্রিভুবনে? অমূল্য রতন তুমি
একা ধরাধামে! ক্ষম দেবী, মম পূর্ব্ব
অপরাধ"। এত কহি চাহি মুখ পানে
নীরবে কাঁদিলা হর। কতক্ষণ উমা
একমনে দেখিলা আরাধ্য দেবে, মৃদু
মধু হাসি আসিল অধরে, ষড় আঁখি
মিলিল যেমনি, বহিল উজানে প্রাণে
নব নব কত ভাব; হৃদয়ের মাঝে
লাগিল খেলিতে বেগে প্রেমের লহর,
সরমেতে অধোমুখে রহিলা ভবানী।

সরমে আরক্ত বর্ণ বদন কমলী,
খোদিতে খোদিতে পৃথ্বী পদনখে উমা
কহিলা মহেশে ,—"তুষ্ট হ'লে যদি দেব
দাসীর উপর ; এই বর দিন তবে
স্বামী পাই যেন প্রভু তোমার মতন,
অমনি দেহের সনে মনটাও সাদা
হবে যার। চিরকাল সোহাগ শৃঙ্খলে
মহানন্দে তার সনে বাঁধা যেন থাকি"।
সত্বর মিলন ভাবি 'তথাস্তু' বলিয়া—
সদ্যঃ প্রেমোন্মত্ত শিব ফিরিলা তথায়,
আর এক ভক্ত যথা ডাকিছে কাতরে—
পতিহারা রতি আহা, অতি অভাগিনী !
ঘেরিলা উমারে আসি তথা সখিগণ ;
আনন্দে অধীর প্রাণে জিজ্ঞাসিলা জয়া :—
"কি হেরিলে বল বোন ? কি কহিলা হর ?
পুরিল কি তব সাধ ওগো রাজবালা ?
সুধা'বে সংবাদ যবে গিরিরাণী, দিব
কি উত্তর তারে ? এত কহি মুখ পানে
চাহি নীরবে রহিলা জয়া। হাসি মুখে
কহিলা পার্ব্বতী ! "অনুপম তিনি, নাহি
হয় রূপের তুলনা, প্রেম পারাবার
হৃদয় তাঁহার ; প্রেমরসে আঁখি দুটী
করে ঢল ঢল, সুন্দর ভালেতে আহা

বিরাজে চন্দ্রমা, ধক্ ধক্ জ্বলে বহ্নি
ললাট ফলকে ; সদা বেষ্টিত গলায়
লোলজিহ্ব অহিরাজ, উত্তাল তরঙ্গ
তুলে, জটা জালে নাচে সুরধুনী, শোভে
কুন্দ পুষ্প সম দন্তরাজি ; মুণ্ডমালা
দোলে বক্ষ-স্থলে, দ্বীপীচর্ম্ম কটিদেশে
শোভে, হস্তে শোভে প্রদীপ্ত ত্রিশূল ; ফুল্ল
শশধর সম হাসে বদন কমল ;
বিরাজিত পদ নখে কোটি কোটি ভানু ;
হেরিনু, সে নহে শুধু ভুবন ভুলান,
পরাণ ভোলান মোর; কহিলেন ভোলা
মহেশ্বর, 'অবিলম্বে পূরিবে বাসনা'। "
আলিঙ্গিলা সখিদলে, এতেক কহিয়া।
সবে কহিলা উমারে, "চল তবে ফিরি
গিরিপুরে পিতা মাতা কাঁদিতেছে কত ;
বৃথা আর কি কাজ হেথায় ?" এত কহি
নীরবিলা সবে, গলাগলি করি শেষে,
আনন্দ অন্তরে সবে গেলা গিরিপুরে।

অদূরে উমারে হেরি পুরবাসিগণ,
বেগে গেল রাজালয়ে সমাচার দিতে
গিরিরাজে। সিংহদ্বারে শুনি কোলাহল,
বাহিরিলা রক্ষিবর। দেখিলা দুয়ারে

প্রহরীর সাথে, দ্বন্দ করে নরনারী
প্রবেশিতে পুর মাঝে ; দেখি নিবারিল
পথ, মারিল রোধিতে হায়, বর্ষাগমে
বাঁধ ভাঙ্গি তরঙ্গিনী বেগে ধায় যথা
সাগরের পানে—নগরের নরনারী
ছুটিল তেমতি সবে অন্তঃপুর পানে।
চমকিলা রাজারাণী, দ্রুত বাহিরিলা
দোঁহে জিজ্ঞাসিতে সমাচার। আসি দেখি
পুরবাসিগণে, দূরে গেল ভয় ; ব্যস্তে
জিজ্ঞাসিলা সমাচার। "কেহ বলে চল
মহারাজ, কেহ বলে চল মহারাণী ;
আসে উমাশশী"। শুনি লোক মুখে,
উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন দোঁহে। সখিসনে
দেখি উমাধনে, ধেয়ে কোলে নিলা দুই
জনে ; আদরে চুম্বিলা কত। বরিষার বারি
ধারা সম আঁখি নীরে তিতিল হৃদয়,
বহুকাল পরে হেরি অঞ্চলের নিধি ;
নিভিল হৃদয় জ্বালা। কহিলা মহিষী :—
"আহা তপস্যায় দেহখানি হয়েছে মলিন,
ধন্য মা পার্ব্বতী তুই বামাদল মাঝে!
রাখিলি অনন্ত কীর্ত্তি এই ধরাতলে.
ঘোষিবে তোমার গুণ যতেক ললনা,
রমণীর সার তুই এ বিশ্ব মাঝারে!

"মাগো ! চল ঘরে ফিরি, সমাপন ব্রত
হয়েছে তোমার", এত কহি উমাধনে
রাণী চুম্বিলেন কত ; ফিরিলা সকলে।
ঘরে আসি সযতনে মুছাইয়া দেহ,
পীতবাস পরাইলা তায়। সুবাসিত
তৈল মাখায়ে সর্ব্বাঙ্গে, করাইলা স্নান
গোলাপের জলে। মুকুতা খচিত বাস
পরাইয়া তাহে, রঞ্জিলা অধর খানি
অলক্ত কুমকুমে। সুবর্ণ আধারে আনি,
উপাদেয় খাদ্য নানাবিধ ; নিজকরে
মুখে তুলে দিলা গিরিরাণী। সুবাসিত
জল করাইয়া পান, কোলে লয়ে তারে
জিজ্ঞাসিলা সব সমাচার ; স্নেহ ভরে
কতবার চুম্বিলা উমায়। কি কহিব সে
মায়ের মমতা, আহা ! গদ গদ ভাষে
কহিলা ভবানী, "মাগো ! পূর্ণ মনস্কাম,
বর দিলা মোরে মহেশ্বর" ; এত বলি
ঘুমা'য়ে পড়িলা দেবী জননীর কোলে।
বিতরিলা গিরিরাজ ধন রাশি রাশি
পুরবাসিগণে ; আনন্দে মাতিলা ধরা।

রতি বিলাপ ।

পতির নিধন শুনি রতি বিলাপিলা
কত। বেগে বাহিরিলা পাগলিনী প্রায়,
মণিহারা ফণী সম বিরস বদন ;
হাহাকার রবে কাঁদি আসি পতি পাশে
হইলা অজ্ঞান। কতক্ষণ পরে রতি
লভিয়া চেতন, হেরি ভস্মরাশি তথা,
দ্বিগুণ বাড়িল শোক ; দুনয়নে বেগে
প্রবাহিল জলধারা। ক্ষোভে উপাড়িয়া
কেশ, বক্ষে করি করাঘাত, উচ্চৈস্বরে
কত কাঁদে রতি। দেবগণ আসি কত
শান্তনিলা তাহে ; শান্তনা আছে কি ভবে
পতি শোক তরে ? ভস্মে ঘৃতাহুতি সম
হইল নিষ্ফল। উথলিল শোক সিন্ধু
হৃদয়ে তাহার, দুনয়ন কাঁদি হ'ল
রকত বরণ, পাংশুবর্ণ শরীরের
আভা ; মুক্ত করি কবরী বন্ধন, দূরে
ফেলাইলা যত রত্ন আভরণ ; মুছি
সিন্দুরের রেখা, সর্ব্বাঙ্গে মাখিলা ভস্ম।
কাঁদিতে কাঁদিতে শেষে আসি শিব পাশে,
ভক্তিভাবে রতি তাঁর আরম্ভিলা স্তব,—

বিভূতি ভূষণ বিষাণ বাদন বাঘাম্বর মুণ্ডমালী।
যোগীন্দ্র পালন মুনিজন রঞ্জন জয় ত্রিগুণশালী ॥ ১ ।
বৃষভবাহন জটাবিভূষণ হলাহল-পানকারী।
অনাদি শঙ্কর শুভ্র কলেবর ভুজঙ্গ ভূষণধারী ॥ ২ ।
জয় গঙ্গাধর শূলী মহেশ্বর জয় জয় ব্যোমকেশ।
জয় নীলকণ্ঠ রুদ্র শিতিকণ্ঠ জয় শ্রীকণ্ঠ ভূতেশ ॥ ৩ ।
জয় উমাপতি পূজ্য পশুপতি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব শঙ্কর।
জয় কৃশানুরেতা জগতশাসিতা ভকত পিতা ঈশ্বর ॥ ৪
লোহিত লোচন ব্রহ্ম সনাতন ভবপাশ নাশকারী।
জয় জগগুরু স্থাণু কল্পতরু ধবল কৈলাসচারী ॥ ৫ ।
অসুর নাশন সংহার কারণ জয় জয় দানবারি।
ভকত জীবন ভকত পালন জয় বাঞ্ছাপূর্ণকারী ॥ ৬ ।

এত কহি করযোড়ে রহিলেন রতি।
মলিন বদন খানি, কেশ আলু থালু,
পতি শোকে পাগলিনী সতী। কেঁদে কেঁদে
আঁখি দুটী রাঙ্গা, শুধু ঝরিতেছে বারি,
হেরিয়া হরের মনে উপজিল দয়া,
জলদ গম্ভীর স্বরে কহিলেন ধীরে,—
" কে ওগো রমণী তুমি? কেন হেথা এলে?
ভিখারীর কাছে তব কিবা প্রয়োজন?
উচ্চকুলোদ্ভবা বলি হয় অনুমান,
তোমার উচিত নয় বিপিনে ভ্রমন

একাকিনী। মম বাণী শুন স্থলোচনে !
ফিরে যাও গেহে ; থাকে যদি প্রয়োজন,
পূর্ণ নাহি হবে তাহা এহেন সময়;
যোগের সময় মোর হতেছে অতীত" ।

কত যে কাঁদিলা রতি শুনি শিব বাণী
কি কব তাহার কথা ! উছলি উঠিল
শোক পারাবার, ক্রন্দনের রোলে বিশ্ব
পুরিল তথন ; যোড়করে পুনঃ রতি
স্তবিলা মহেশে ভাসি নয়নের নীরে।

ভবেশং মহেশং ভবপাশনাশং ।
সুরেশং দীনেশং ব্যোমাকাশ বাসং ॥
গিরীশং পরেশং চিদাকাশ রূপং ।
প্রণমামি শিবং প্রভুং বিশ্বরূপং ॥

শান্তং শাশ্বতং সর্ব্বভূতাধিবাসং ।
তুরীয়ং অব্যক্তং শ্মশানাধিবাসং ॥
সংহার কারণং শূলিণং গৌরীশ্বরং ।
প্রণমামি শিবং প্রভু মাদিকরং ॥

প্রচণ্ডং অখণ্ডং অজং বিশ্বনাথং ।
কল্পান্ত মোক্ষং প্রমথাধি নাথং ॥
বালেন্দু ভালং নয়নাগ্নি জ্বালং ।
প্রণমামি শিবং শিবদং করালং ॥

নর-মুণ্ডমালীং ভবনাশ কালং।
সদানন্দ রূপং জগদেক মূলং॥
নিরাকার রূপং সমাধৌ বিলীনং।
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুং॥

বরাভীতিপাণীং ভবানীতিবানীং।
জপন্তং সদা ভূতনাথং নমামি॥
বরেণ্যং শরেণ্যং সচ্চিদানন্দ রূপং।
প্রণমামি শিবং শিব মাদিগুরুং॥

সভক্তপালনং প্রণতার্ত্তিনাশং।
অভক্ত দলনং অচ্যুতং কামেশং॥
ভবসংসারস্য মূলং কর্ণধারং।
ভিক্ষাং দেহি নাথং দেহি রভাধরং॥

কাতর বন্দনা শুনি অভাগিনী মুখে,
রহিতে নারিলা প্রভু তিতিল হৃদয়।
কল্পতরু মূলে সদা সর্ব্বকাম বাঁধা.
পরমাত্মা তিনি ; ভক্তজনে অদেয় কি
তাঁর ! মৃদু হাসি মৃদু মধুর বচনে
কহিলা শঙ্কর, "পরিতুষ্ট রতি আমি
পূজনে তোমার, লহ বর ইচ্ছামত"।
জলদ বরষে যথা জুড়ায় জীবন

তপ্ত ধমনীর, শিবের আশ্বাস পেয়ে
তথা জুড়াইল সেই শোকতপ্ত প্রাণ
কাতরা রতির। লভিয়া নূতন প্রাণ,
যোড়করে ভক্তিভরে কহিলা কামিনী,
"কি বর চাহিব প্রভু! ভূমণ্ডল মাঝে
একমাত্র পতিধন নারীর সম্বল,
কৃপা যদি হ'ল দেব ভকত বৎসল,
বাঁচাইয়া দাও প্রভু পতিরে আমার"।
'তথাস্তু', কহিয়া হর আশ্বাসিলা তারে,
"কহিলেন ইন্দ্রসনে করিতে গমন,
লভিবারে প্রাণপতি ব্রহ্মার সদন"।
শান্ত হ'ল ভূমণ্ডল, প্রণমিয়া রতি
মহেশের রাঙা পদে, ফিরিলা উল্লাসে।
গোপনে লুকায়ে ছিল যত দেবগণ,
রতি আসি হাসি মুখে দেখা দিলা সবে।
জিজ্ঞাসিলা দেবরাজ মানিয়া বিস্ময়,
"বল বল রতি তব কিবা সমাচার?
তুষ্ট কি হইলা হর"? মৃদু মধু হাসি
কহিলা মদনবাঞ্ছা, "দয়াময় তিনি,
দয়া করে দিয়াছেন মনোমত বর;
ব্রহ্মধামে পাব নিজ পতি, আদেশিলা
মহেশ্বর তব সাথে যাইতে সেথায়
ব্রহ্মার সদন; চল চল দেবরাজ

বিলম্ব না সয়" । রতির বারতা শুনি,
সঙ্গে লয়ে কামাঙ্গনা চলিলা বাসব
ব্রহ্মধাম পানে । আসি উত্তরিলা দোঁহে,
নমি চতুর্ম্মুখে, সর্ব্ব নিবেদিলা রতি ।
সম্ভাষি আদরে তারে কহিলেন ধীরে
মরাল বাহন, "পাবে পুনঃ নিজপতি
শিবের বিবাহ দিনে, ঘরে যাও এবে" ।
আমন্ত্রিয়া দেবরাজে সহাস্য বদনে
কহিলা চতুরানন, "সপ্তর্ষি ধামেতে
তুমি যাও দেবরাজ, সমাদরে ল'য়ে
সবে এস মম সন্নিধানে" ; এত কহি
হইলা মগন ধ্যানে । নমি বিধাতারে
ফিরিলা মদন প্রিয়া মনের হরষে ।
চলি গেলা দেবরাজ সপ্তর্ষি মণ্ডলে ।

অনন্ত শয়নে শুয়ে দেব নারায়ণ ।
পদ সেবা করে রমা প্রফুল্ল অন্তরে,
ছত্ররূপে শোভে নাগরাজ, পরিমল
লোভে অলি ধায় দশদিক । সরোবর
মাঝে ফুটিয়াছে পদ্ম নানাজাতি,
নাচিছে অপ্সরাবৃন্দ ; মনের হরষে
সুতানে গায়ক গায় । প্রিয়ার সহিত

খেলিছেন ঋতুরাজ প্রেমের উল্লাসে,
সুখময় স্থান কিবা এ তিন ভুবনে ;
ধ্যানে মগ্ন খগরাজ। এহেন সময়ে
তথা আসি বিরিঞ্চিপ্রবর বেদ মন্ত্রে
আহ্বানিলা দেব নারায়ণে। ধীরে ধীরে
উন্মীলিয়া আঁখি, মৃদু মধু হাসি, শেষে
জিজ্ঞাসিলা দেব চক্রপানী, "কি কারণে
প্রভু তব শুভ আগমন দীনালয়ে ?
হইবে কি হর-পরিণয় ? আহা, প্রাণ
সদা কাঁদে তাঁর তরে। বল বল দেব,
সত্য কি মিলিবে শিব পুনঃ সতী সনে ?
মৃদু হাসি উত্তরিলা দেব চতুর্মুখ,—
"যা বলিলে সত্য সব শুন নারায়ণ,
হয়েছে উমার শুভ বিবাহের কাল,
ধ্যান ভঙ্গ করি ভস্ম রূপে বিরাজিত
হর পাশে কাম। উমাধনে সমর্পিতে
শঙ্করের করে, অঙ্গীকৃত গিরিরাজ ;
বসন্তের আগমনে শুভ দিনে হবে
শুভ সতী পরিণয়"। এতেক কহিয়া
আলিঙ্গিলা নারায়ণে দেব চতুর্মুখ,
বিজলী ছুটিয়া গেল পরাণে পরাণে।

পরিণয় প্রসঙ্গ ।

মণিমুক্তা বিখচিত উচ্চ সিংহাসনে,
বসিয়া আছেন দেব মরাল বাহন ;
আসে পাশে পাত্র মিত্র দেবগণ যত,
করে সবে আলাপন আপনার মনে ।
হেনকালে আসি সেথা সপ্ত ঋষিগণ,
প্রণমিয়া চতুর্ম্মুখে দাঁড়াইলা পাশে ।
একে একে সমাদরে বসাইয়া সবে,
হাসি হাসি মুখে ধীরে কহিলা দেবেশ,—
"যোগেশের যোগভঙ্গ হয়েছে এবার,
টল মল মহাদেব প্রেমের আবেশে,
ঢল ঢল করে সেথা উমা রাজবালা
যৌবনের ভরে । যাও সবে ত্বরা করে
গিরিরাজপুরে, ব্যস্ত অতি হিমাচল
সমর্পিতে তনয়ারে মহেশের করে ।
স্থির পরামর্শ করি রাজার সহিত,
বিবাহের আয়োজন করহ সত্বর ।
আশুতোষে দিও সবে শুভ সমাচার
আসিবার কালে" । 'তথাস্তু', বলিয়া সবে
নমি তাঁর পদে, চলি গেলা গিরিপুরে ।

নগরের কিবা আজি অপরূপ শোভা,
তরুণ অরুণ অই উদিত গগণে,
লোহিত বরণে আহা, সেজেছে কেমন !
কনক কিরণে তার হাসে দশদিক ;
ফুটন্ত কলিতে কত অলি করে কেলি,
দুলি দুলি নাচে সঙ্গে কচি শাখা গুলি
মুগ্ধ সমীরের তালে ; ডালে ডাকে পাখী ।
উপবিষ্ট গিরিরাজ কনক আসনে
রাজ সভামাঝে, পাশে লয়ে তনয়ারে ।
বৃদ্ধ মন্ত্রী পাত্র মিত্র সবে উপস্থিত,
নন্দিত সবার প্রাণ উষার হিল্লোলে ।
চলিতেছে রাজকার্য্য, রাজমাতা রূপে
উমার নয়ন দুটী ঘুরিয়া ফিরিয়া,
সকলি করিছে লক্ষ্য অতি ব্যস্ত ভাবে ।
হেনকালে জয় গান উচ্চারিয়া মুখে,
প্রবেশিলা সপ্তঋষি রাজসভামাঝে ।
সসম্ভ্রমে গিরিরাজ ছাড়িয়া আসন,
একে একে প্রণমিয়া সকলের পদে;
জিজ্ঞাসিলা ভক্তিভাবে, "কিবা প্রয়োজন" ?
হাসি মুখে একজন উত্তরিলা তাঁরে,
"শুন তবে গিরিরাজ, ব্রহ্মার আদেশে
এসেছি হেথায় মোরা জানাতে তোমায়;
সামান্যা বালিকা নয় তনয়া তোমার ।

আছিলেন দক্ষকন্যা পূরব জনমে,
সতী, হর-প্রণয়িনী ; পতি নিন্দা শুনি
যোগবলে যজ্ঞালয়ে ত্যজিয়া পরাণ,
নিয়েছেন জন্ম আসি আলয়ে তোমার।
প্রতি অঙ্গে ফুটিয়াছে যৌবনের রেখা,
খেলিছে দামিনী দুটী নয়ন অপাঙ্গে,
শুভদিন স্থির করি দাও পরিণয়;
শিবের রতন কর শিবে সমর্পণ,
বংশের গৌরব তব থাকুক জগতে ”।

শুনিয়া অমিয় মাখা ঋষির বচন,
পুলকে পূরিল হিয়া। প্রেম ভরে আঁখি
করে ছল ছল, বদনে সরেনা ভাষা,
স্নেহরসে সর্ব্বদেহ হ’ল রোমাঞ্চিত,
ক্ষণেক নীরব থাকি, মৃদু ভাষে শেষে
কহিলেন গিরিনাথ ,—“সে শুভ সময়
হবে কি আমার প্রভু ? শঙ্করের করে
পাইব কি সমর্পিতে তনয়া রতন ?
সর্ব্বজ্ঞ তোমরা প্রভু, বল দয়া করে,
ধন্য কি হইব কভু লভিয়া জামাতা,
উদার গম্ভীর সেই শঙ্করের মত ?
আহা তাই যদি হয়, আমার সমান

তবে কেবা সুখী আর ! ধরিয়া চরণ
করিছে মিনতি দাস অতি ভক্তিভরে,
বিবাহের আয়োজন করুন সকালে,
কৃতার্থ করুন মোরে পুরা'য়ে বাসনা" ।

অপার আনন্দ স্রোতে হয়ে উদ্বেলিত,
কহিলেন অন্য ঋষি,—"ধন্য গিরিরাজ,
প্রেমের সাগর তুমি এই ধরামাঝে ।
তব সম ভবে আর কেবা ভাগ্যবান ?
স্বচ্ছ সরোবর সম হৃদয় তোমার,
ধন্য হব মোরা সবে যুগল মিলনে !
শিবের সহিত হেরি তব তনয়ার ।
শুভকর্ম্মে দেরি করা না হয় উচিত ।
ফাল্গুনের পৌর্ণমাসী অতি শুভদিন,
করিয়াছি স্থির মোরা সকলে মিলিয়া,
সেই শুভদিনে অতি হরষিত মনে,
সত্বর বাঁধিয়া দাও দুইটী হৃদয়,
উড়াও জগতে তব যশের সৌরভ ।
সিন্ধুর সহিত হ'ক নদীর মিলন—
ঢল ঢল টল মল উদার মহান" ।
উত্তরিলা গিরিরাজ পুলকিত মনে,
"শিরোধার্য্য আজ্ঞা প্রভু ; করিব পালন
সবাকার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে ।

কিন্তু প্রভু দয়া ক'রে মনে যেন থাকে,
আপ্রনায়া একমাত্র সহায় আমার ;"
এতকহি প্রণমিলা সবে একে একে।
ফিরিলেন ঋষিগণ আশীষিয়া তাঁরে।

শৈল শ্রেণী মধ্যগত লঘু পথ দিয়া
প্রকৃতির শোভা হেরি চলে সপ্তঋষি—
মুগ্ধ মহাদেব পাশে। অপরূপ সাজে
তপন-তিলক পরি দিক্ বধূ হাসে।
পুষ্পিত লতিকা সব তরু শিরে দোলে,
মধুপ গুঞ্জন তাহে শ্রবণ জুড়ায়।
লোহিত সুদীর্ঘ তপ্ত সূর্য্যরশ্মি গুলি
ছড়া'য়ে পড়েছে শ্যামা ধরণীর বুকে।
পলকে ধবল শৃঙ্গে আসিলেন সবে,
দেখিলেন সুশীতল বিল্বছায়া তলে
ধ্যানে মগ্ন মহেশ্বর। ভাতিছে আননে
অমল অরুণ আভা উজল বরণ।
বিরাজিত স্নিগ্ধ শান্তি ললাট ফলকে,
অমল গরিমা রাশি পদ নখে বাঁধা,
নয়নের কোণে সেথা রয়েছে ঘুমা'য়ে
প্রাণভরা ভালবাসা কোমল ললিত।
শাল্মলী কুসুম সম লোহিত অধরে
আবেশে কাঁপিছে সদা সোহাগ আদর।

ধীরে ধীরে পাশে আসি প্রণমিয়া সবে,
সুললিত বেদমন্ত্রে জাগাইলা দেবে;
জানাইলা করযোড়ে মধুর বচনে
উমা সনে তাঁর শুভ বিবাহের কথা।

পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ জীবগণ যথা,
লভিয়া শীতল জল হয় পুলকিত,
বিরহ কাতর হর হারানিধি আশে
নন্দিত তেমতি আজি ; প্রেমের উল্লাসে
নাচিলা মহেশ। আলিঙ্গিয়া একে একে
কহিলা কম্পিত স্বরে,—"কিবা শান্তি আজি
আহা মরি দিলে সবে হৃদয়ে আমার !
তার বিনিময়ে বল কিবা দিব আর
ভিখারী শঙ্কর আমি বিদিত ভুবনে ! "
নয়ন আসারে ভাসি কত যে কহিলা
পরাণের কথা ; সম সুখে কাঁদে উমা
কুঞ্জবনে বসি, প্রাণ যে মিলেছে প্রাণে !
তাহার অসীম শক্তি বিশ্ব মাঝে শুধু
পাইয়াছে একমাত্র এই দুইজন।
প্রেমিক যেজন সেই শুধু জানে ভবে
প্রেমের মাধুরী, বিশ্ব প্রেম শিক্ষা যেন
করে সেইজন, ত্যাগী শিবের মতন
সংসার মাঝারে যেই চায় শান্তিধন।

আবেশে ডাকিলা হর উমারাণী ব'লে
অমনি চপলা সম কোথা হতে আসি
প্রবেশিলা প্রেমভরে শিব-দেহে দেবী।
অর্দ্ধ নারীশ্বর রূপ দেখিলা সকলে।
শৈল হ'তে উঠে যথা বেগবতী নদী
মিশে সিন্ধু সনে, মূলাধার হ'তে তথা
উঠি কুণ্ডলিনী মিলিলেন শিব সনে।
অতৃপ্ত নয়নে চাহি সেই মূর্ত্তি পানে,
সার্থক মানিলা সবে, নিশ্চল নির্ব্বাক
যেন কোন মন্ত্রগুণে করেছে অচল।
কতক্ষণ পরে শেষে মুগ্ধ সপ্ত ঋষি
সুমিলিত সমতানে ধরিলেন গান।

আধ শিরে জটাজাল আধ শোভে বেণী।
আধ শিরে হেম চূড়া আধ শোভে ফণী॥
আধকর্ণে ধুতুরার ফুল, আধ মুক্তা কর্ণফুল,
আধ গলে মুণ্ডমাল আধ গলে মণি।
আধ শোভে পীতাঞ্চল, শোভে আধ বাঘছাল,
আধ অঙ্গ শ্বেত ফুল আধ স্বর্ণ খনি।
আধশোভে রুণ্ডমাল, শোভে আধ শশীভাল,
আধগলে হলাহল আধগলে ননী।

মিলন।

সপ্তঋষি মুখে শুনি হর পরিণয়
মঙ্গল বারতা, ভেসে গেল দেবলোক
পুলক প্রবাহ মাঝে। দূরে মন্দাকিনী
তরল তরঙ্গ তুলি নাচিছে হরষে।
পারিজাত সুরভিত স্নিগ্ধ সমীরণ
লতিকার গায় পড়ি করে আলাপন।
আকুল অপ্সরাকুল নাচিয়া ব্যাকুল,
গাহিছে গায়কগণ 'হর ব্যোম ব্যোম'
জলদ গম্ভীর স্বরে। দেবগণ সবে
করে বসি হাসাহাসি আমোদ প্রমোদ।
গগণে দেখিয়া ঘন চাতকিনী যথা
হর্ষভরে উঠে উর্দ্ধে, কৃষক-নয়ন
আপনার তাপদগ্ধ শুষ্ক ক্ষেত পানে,
আশায় আশায় শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে—
যুগপৎ ধরারাণী তপ্ত বক্ষ খানি
পেতে দেয় বিস্তারিয়া জুড়া'বার আশে,
শিবের বিবাহ শুনি দেবগণ তথা
স্বকার্য্য সাধন আশে আপন আপন
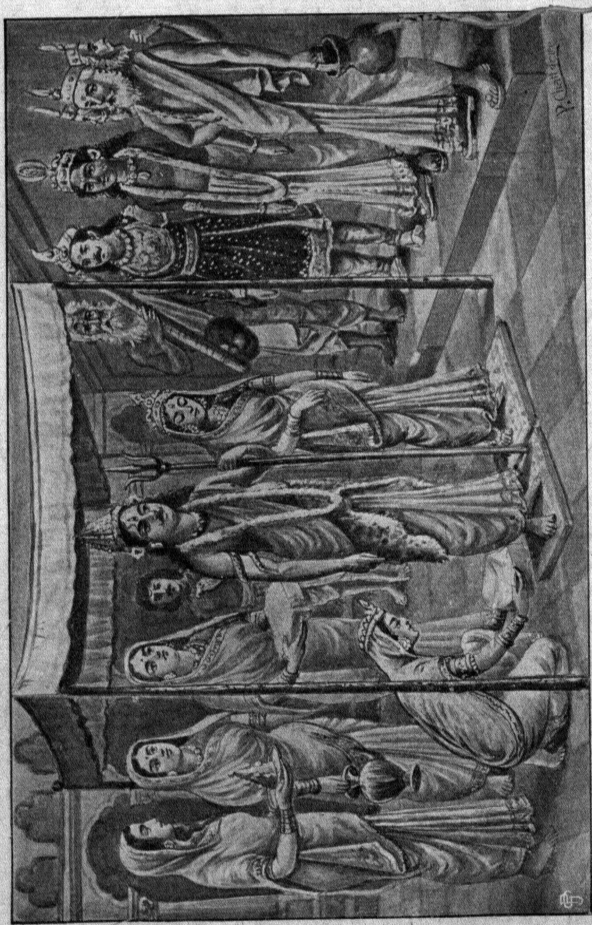
মহাদেবের বিবাহ।

মাতিয়া উঠিল সবে পুলকিত মনে
শুধু হাসি, শুধু রঙ্গ, শুধু নৃত্য গীতে।

আমোদে কাটিয়া গেল এক এক করি
বাকী দিন গুলি—কন্যা বিবাহ উমার।
আদেশিলা গিরিরাজ সাজাইতে পুরী
অতি পরিপাটী। নিমন্ত্রণ পত্র লয়ে,
অশ্বপৃষ্ঠে গেলা দূত নগরে নগরে ;
আয়োজন তরে করে সবে হুড়াহুড়ি
অনুচরদল। শোভিল তোরণ পথ
অতি মনোরম, মঙ্গল বাজনা বাজে
সুসজ্জিত সিংহদ্বার-উচ্চ মঞ্চ পরে,
শাখাসহ পূর্ণকুম্ভ শোভে দ্বারে দ্বারে।
পীতবাসে দাস দাসী সাজিয়া সুন্দর,
মনের হরষে কত করে ছুটাছুটী।
সমাগত বামাদলে হাসি হাসি মুখে
যত্ন অভ্যর্থনা কত করেন মেনকা।
একে একে ভারে ভারে দধি দুগ্ধ লয়ে
নাচিতে নাচিতে আসে যত গোপগণ ;
ক্ষীর ভাণ্ড শিরে লয়ে রসের আবেশে
গাইতে গাইতে আসে যতেক গোপিনী।
সাজিভরা মালা ল'য়ে আসে মাল্যকার
উমার চরণ তলে দিতে উপহার।

মুক্তহস্ত গিরিরাজ রত্ন আভরণ
যতনে করিলা দান দীনদুঃখী জনে।
কি কব তাহার কথা ! জয় জয় নাদে
মুখরিত রাজপথ। প্রতি গৃহ শিরে
বায়ু ভরে নাচে কত সহস্র কেতন।
নাচিছে ধরণীসতী, সবে আত্মহারা—
এহেন সুখের দিন জগতে দুর্লভ !
শশরীরে সুখদেবী ত্রিদিব হইতে
নামিয়া এসেছে যেন গিরিরাজপুরে।

দ্যুমণি মস্তকোপরি—এহেন সময়ে
আসিলা স্বর্গের দূত উপায়ন সহ,
ঈশানের গাত্রস্পৃষ্ট হরিদ্রা লইয়া।
বাজিয়া উঠিল শঙ্খ, মহা হুলাহুলি
পড়ি গেল মুহুর্মুহুঃ রমনী মহলে।
নয়জন বিবাহিতা সুলক্ষণা বামা
করিলা উমার অঙ্গে হরিদ্রা লেপন।
শোভিল সে দেহখানি আহা কি সুন্দর !
অতসী প্রসূনে যেন কাঞ্চনের আভা
ঠিক যেন শশীখানি অতি মনোলোভা।
আদরে মেনকারাণী সুবাসিত জলে
প্রিয়তমা তনয়ারে করাইলা স্নান,

সাজাইলা পীতবাস, রত্ন, অলঙ্কারে
মনোমত আপনার মনের মতন।

আসিলা রজনীদেবী। সৌধ শিরে শিরে
সজ্জিত দীপমালায় আলোকিতা পুরী।
ধ্বান্তরাশী ভয়ে ভয়ে তস্করের সম
নগর ছাড়িয়া কোথা গেছে পলাইয়া।
সবার নয়ন হ'তে নিদ্রাদেবী আজি,
করুণে অঙ্গুলী দিয়া গিয়াছে চলিয়া
মথুরা নগরী ছাড়ি। মাতিয়া আমোদে
দাস দাসী হেসে আজ কত কাজ করে—
নিদ্রা নাই, ভয় নাই, নাহি ক্লেশ বোধ
নিজ নিজ কার্য্য রাখে করি সমাপন।
নিশিশেষে তন্দ্রা কিন্তু আসি উপজিল
যে যেখানে যেথা সেথা ঢুলিয়া পড়িল।

প্রভাতিলা বিভাবরী। নহবত বাদ্য
বাজিয়া উঠিল ধীরে প্রভাতী আলাপে।
নগর পূর্ব্বের মত জাগিল আবার,
সেই নৃত্য, সেই গীত, সেই কোলাহলে।
উষার মলয় বয় সুরভি ছড়া'য়ে
চুমিয়া ধরার বুক। মুগ্ধ কুঞ্জবন

বিহগ-ঝাঁকলীচ্ছন্দে, কল কল নাদে
অদূরে জাহ্নবী দেবী আপনার মনে
কাহার চরণ বন্দে ; পড়িছে আবেগে
শিশিরের মুক্তাফল ঝর ঝর ঝরে
প্রভঞ্জন-সঞ্চালিত লতা পাতা হ'তে ;
দ্যুপতি-কিরণে মৃদু উদ্ভাসিতা ধরা।
লজ্জায় আরক্ত মুখী উমারাণী সহ
স্নান তরে বামাদল হুলুধ্বনি করি
গেলা সবে ধীরে ধীরে জাহ্নবীর তীরে,
দেখিলা লহরীচয় করে কোলাকুলি।

অপরাহ্নে দেবগণ হ'য়ে সুসজ্জিত,
হইলেন সমাগত ব্রহ্মলোকে আসি।
মধুর দুন্দুভি বাজে, নাচে নট নটী,
তালে তালে চ'লে চ'লে চলে সমীরণ ;
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরে বেড়িয়া বেড়িয়া
গাইছে গায়কগণ পুরবী আলাপে।
পূরিল ত্রিদিব আজি দেব কোলাহলে,
অনন্ত আনন্দ স্রোত ধায় মহাবেগে।
সে আনন্দে মন্দাকিনী উথলিয়া ধনি
করি মৃদু কলধ্বনি বহে কুতূহলে।
আসিলেন সিদ্ধগণ, পিতৃগণ যত,
চির অনুরক্ত ভক্ত হ'য়ে কৃতাঞ্জলি।

যাত্রার সময় হেরি হতেছে অতীত,
মনোমত মহাদেবে সাজাইলা সবে
পরাইলা শচীপতি পারিজাত মালা
পশুপতি গলে। ধীরে আসিয়া কুবের
জলন্ত-অঙ্গুরী এক হীরক-খচিত
দিলা দেবে উপহার। একে একে একে
এইরূপে কত দেবে কত কি দানিলা
শুভ হর-পরিণয়ে প্রীতি-উপহার।
সাজিল পুষ্পক রথ, হয়, হস্তি কত,
সাজাইলা নন্দী বৃষে ভুবন মোহন,
সাজিল যেথায় ছিল বাহন যাহার,
অতি অভিনব সাজে; গগন-ভেদিয়া
উড়াইয়া বৈজয়ন্তী পত্ পত্ রবে,
আনিলা বাসব-রথ সারথী মাতলি।
নাদিল বৃংহতি নাদে হর্ষে ঐরাবত,
হ্রেষারবে উচ্চৈঃশ্রবা করে মহাগোল,
হাম্বারবে বৃষরাজ নাচে ধিন্ ধিন্,
তারস্বরে ডাকে তাহে মরাল, গরুড়।
যে যার বাহনে চড়ি চলে দেবগণ
মাঝে ল'য়ে মহাদেবে মনের হরষে
গিরিরাজপুরে। বর যাত্রী অগণন,
রথে, অশ্বে, হস্তীপৃষ্ঠে যায় পাছু পাছু।
নিমিষে আসিলা সবে কলরব করি

কলরবে পরিপূর্ণ নগর ভিতর।
কলরবে কলরব মিশিয়া সত্বর
গুরু এক কলরবে পুরিল গগন।
সংবাদ পাইয়া বেগে আসি গিরিরাজ,
সমাদরে সভাতলে ল'য়ে গেলা সবে;
বসাইলা একে একে রত্ন সিংহাসনে
আহ্বানিয়া যোড়করে। অন্তঃপুর হ'তে
বাজিয়া উঠিল শত শঙ্খ ঘন ঘন
গম্ভীর মেঘের ডাকে। হুলাহুলি রবে,
দশদিক বামাদল করিলা আকুল

আসি কন্যা পক্ষ তথা জুটিলা অমনি।
তর্ক নানা দুই পক্ষে, বাধিল তুমুল,
কভু হারে কভু জিতে সকলে সমান—
লহরে লহরে উঠে হাসির উচ্ছ্বাস।
কত শত তারা শোভে গবাক্ষের পথে,
নাচিছে নর্ত্তকী বৃন্দ কত রঙ্গ করি,
সুমধুর স্বরে গান গাইছে গায়ক—
রঙ্গমঞ্চে অভিনয় নয়ন শোভন!
বীরসাজে সেনাদল, ঘুরিতেছে সবে—
কেহ গজে, কেহ রথে, কেহ অশ্বে চড়ি
ঘন ঘন চারিদিকে দিতেছে পাহারা।

আতর গোলাপ জলে সভার ভিতর
তিতিল সবার বস্ত্র, তাম্বুলের স্তুপ
শোভিয়েছে স্বর্ণ পাত্রে ; সোমরস পানে
হ'য়ে সবে মাতোয়ারা করে আলাপন।
চন্দ্রাতপে মূর্ত্তিমান দিবাকর সম,
ঝুলিতেছে শত শত হীরকের ঝাড়।
সভার কি কব শোভা ! তারকা নিকর
সবে ঝলকিছে যেন সেথা আশে পাশে।

শুভক্ষণ দেখি গিরিরাজ প্রণমিয়া
দেবগণে, বর লয়ে গেলা অন্তঃপুরে।
শঙ্খ নাদে শ্রুতিপথ হইল বধির।
বামাদল দলে দলে হেরিয়া জামাই
কি কব সে একমুখে প্রসংসিলা কত।
যাঁহার রূপেতে হয় বিশ্ব আলোকিত
মোহন সাজেতে সাজি তিনি আজি নিজে,
মোহিছেন ত্রিভুবন। মেনকার মুখে
নাহি ধরে হাসি আর ; আসিয়া সকলে
হাসি লাগিলা কহিতে, "জামাই তোমার
যেন পুর্ণিমার শশী, হেন রূপ কভু
হেরি নাই এ নয়নে, রূপের কিরণে
লাজেতে লুকায় শশী ; কি দিব তুলনা !
অতুলিত ত্রিভুবনে শুভ্র পঞ্চানন !

আর কি বলিব বল—সাধের জামাই
তব যেন দিবাকর ; যুগল মিলন
আজি হেরিয়া নয়নে জনম সফল।

সাঙ্গ হ'লে স্ত্রী আচার লইয়া জামাই,
বিবাহের বেদী পরে আসিলেন রাজা।
বসাইয়া কুশাসনে পাদ্য অর্ঘ্যে পূজি
মহেশেরে, ধন্য ভবে হইলা আপনি।
হেনকালে হুলাহুলি শঙ্খধ্বনি
হরের হৃদয় রাণী ত্রিদিব সুষমা
হইলা আনীতা তথা। দর্শক-নয়ন
বিস্ময়ে চাহিয়া দেখে মধুর স্বপন
শোভার সাগরে এক শোভা নিরুপমা।
মুখখানি হাসি হাসি ; অসিত অলকা
শোভিতেছে থরে থরে ললাট উপরে,
আয়ত নয়ন দুটী, ভুরু দুটী টানা
ক্রম-বক্রভাবে যেন তুলিকায় আঁকা ;
তিল ফুল জিনি নাসা ; গণ্ড দ্বয় হতে
গোলাপী রঙ্গের আভা হতেছে বাহির ;
সরমে অধর দুটী কাঁপিছে মৃদুল ;
রক্তাম্বরে আচ্ছাদিত সর্ব্ব অবয়ব
নৈশ সমীরণ ধীরে উড়ায় অঞ্চল।

চরণে অলক্তরাগ, নূপুরের মত
দামিনী আপনি যেন আছে জড়াইয়া
সর্ব্ব মোক্ষ প্রদায়ক চরণ যুগলে।
বৈদিক আচারে সারি বিবাহের প্রথা
রত্ন উপহার আর দাস দাসী সহ
সমর্পিলা উমাধনে শঙ্করের করে
মহামতি গিরিরাজ প্রফুল্লিত মনে।

আসি গিরিরাণী ল'য়ে গেলা বর বধূ
বাসর ঘরেতে। বসাইয়া দোঁহে স্বর্ণ
সিংহাসনে, নিবেদিলা উপাদেয় ভোজ্য
নানাবিধ; প্রণমিয়া দোঁহে জননীরে
আনন্দে সেবিলা তাহা। স্বর্ণ পাত্রে রাখি
কর্পূর বাসিত জল, রাখিলেন পরে
সম্মুখে পানের বাটা; স্নেহভরে শেষে
পদ ভাসে মহেশেরে কহিলা মেনকা,
"উমা মোর অঞ্চলের নিধি, ভাগ্য ফলে
পাইয়াছে তোমাধনে, সফল জীবন
আজি হেরি তোমাদের শুভ সম্মিলন;
সুখে থাক দুইজনে করি আশীর্ব্বাদ।"
গেলা চলি গিরিরাণী এতেক কহিয়া,
আহ্বানিয়া বামাদলে জাগাতে বাসর।

অমনি যুবতী এক-জনয়ে ফুলমালা
উমার করেতে দিয়া কহিলা আদরে
পরাইতে সযতনে বরমাল্য রূপে,
শিব গলদেশে। সরমে মরিল উমা,
হাতে মালা কি করিবে ভাবিয়া না পায়,
বার বার সহিতেছে সবার গঞ্জনা;
চিন্তি মনে সখীদের হবে অপমান,
আঁখি মুদি মালা দিলা মহেশের গলে।
বহিল একের গলে তাড়িতের স্রোত—
অন্যের অঙ্গুলি দিয়ে চলে গ্রেক বেগে
দামিনীর কম্পমান তীব্র পরশনে

করযোড়ে সভাতলে আসি গিরিনাথ
ল'য়ে গেলা দেবগণে অন্তঃপুর মাঝে।
সুখাসনে বসাইয়া সবে, ভক্তিভাবে
নিবেদিলা উপাদেয় ভোজ্য নানাবিধ;
দীয়তাং ভূজ্যতাং রবে হ'ল মহারোল।
সন্দেশ মিঠাই গজা যায় গড়াগড়ি
প্রতি পাতে পাতে, পূর্ণ উদর সবার।
তখন আসিয়া রাজা করযোড়ে সবে
কহিলেন ত্রুটী যদি হ'য়ে থাকে কিছু
নিজ নিজ কৃপাগুণে করুন মার্জ্জনা।

'কিছুনা কিছুনা' বলি হাসিতে হাসিতে
উঠিয়া পড়িল সবে। অনেকে আবার
আহার আধিক্য হেতু হাসাইয়া সবে
পড়িল উঠিতে। তাড়াতাড়ি রাজা
তাম্বুল ব্যবস্থা করি, দেখাইলা সবে
দুগ্ধফেননিভ শয্যা বিশ্রামের তরে।

বাসর আসরে বসি যতেক যুবতী
হাস্যরসে আত্মহারা। হেন কালে সেথা
অশ্রুনীরে ভাসি আসি অভাগিনী রতি,
নাম নব দম্পতিরে দাঁড়াইলা পাশে।
ব্যথা পেয়ে জিজ্ঞাসিলা দয়াময়ী উমা,
"আজিকার শুভদিনে সবে পুলকিত,
বাজিছে বাজনা কত, গাহিছে গায়ক,
নাচিছে নর্ত্তকীবৃন্দ,হাসিছে সকলে,
কহ শুধু, কি কারণে কাঁদিতেছ তুমি ?
কিসের অভাব তব বল মোর কাছে ?
কি ব্যথা পেয়েছ প্রাণে বল বল ধনি ?
সহেনা পরাণে মোর তোমার রোদন।"
কাঁদমুখে পায়ে পড়ি উত্তরিলা রতি,
"জননীগো ! সত্য আজি সকলি সুন্দর,
সকলে মাতিছে হর্ষে হাসি নৃত্য গীতে ;
আক্ষেপ রহিল বড় পারিল না রতি

আনন্দের বিন্দুমাত্র করিতে গ্রহণ।
নয়নে বসন দিয়ে তার পর রতি
পতির নিধন কথা বলিলা সকল।
নয়নে আসিল জল, উপজিল দয়া,
সরম চলিয়া গেল ক্ষণেকের তরে,
কহিলা করুণ স্বরে হর প্রতি উমা,
" নাহি কি উপায় নাথ, পুরাইতে আজি
শুধু রতির বাসনা? যদি থাকে দেব
দয়া করে দিন তার পতির পরাণ।
মোদের মিলন দিনে হাসির আধারে
ফেলিবে সে শুধু হায় নয়নের জল।
এ হেন অশিব দৃশ্য নারিব দেখিতে,
কর কিছু ত্বরা করি তাহার উপায়।
করে যদি অপরাধ অবোধ সন্তান
তা বলে কি পিতা মাতা বিনাশে তাহায়:? "
হাসিয়া মরমে শিব কহিলেন মনে,
"প্রেমের জগতে হায় সকলি সুন্দর!
স্বার্থপর মোহবদ্ধ জীবের মতন
প্রেমিক প্রেমিকা কভু নাহি চায় ভবে
শুধু আপনার সুখ। স্নিগ্ধ শান্তিবারি
নাহি করে কৃপণতা বিতরিতে পরে। "
প্রকাশ্যে কহিলা দেব চাহি রতি পানে,
"ভস্ম কি এনেছ শুভে পতির তোমার"?

রোমাঞ্চিত কলেবরে পাইয়া আশ্বাস
খুলিয়া অঞ্চল হতে ভস্ম রাশি যত
রাখিলা মদন প্রিয়া হর-পদতলে।
স্মিতমুখে কৃপাদৃষ্টি করিলা মহেশ—
ভস্মরাশি দেবাকার করিল ধারণ।
বাসরের বামাদল মানিলা বিস্ময়
হেরিয়া পুরুষ এক ফুলধনু করে
হরের সম্মুখ ভাগে। সজল নয়নে
হর্ষে শিবপদে রতি গেলা গড়াগড়ি।
স্তবে কাম, স্তবগানে তুষিলা মহেশে,

জয় জয় শিব শঙ্কর পার্ব্বতী জীবন ধন,
অনাদি অনন্ত তারণ কারণ জয় জয় ভববারণ।
ঢুলু ঢুলু আঁখি অতি অনুপম, অপরূপ রূপ হেররে নয়ন,
পদ নখে হের শোভিছে কেমন সংখ্যাহীন ভানু কিরণ।
বাঘছাল আঁটা শিরে শোভে জটা করিছে ভুবন মোহন,
আলোক হিল্লোলে হাসিছে খেলিছে অঙ্গের শ্বেত কিরণ।
হাড়মালা গলে মৃদু মৃদু দোলে বামে উমারাণী কনক বরণ,
হেরিয়া যুগলে নাচিছে পুলকে, পরাণ, মরম, হৃদয় মন।
নয়ন ভরিয়া ওরূপ হেরিয়া হওরে সকলে পূজার মগন,
আসিবে শক্তি, আসিবে ভক্তি, পাইবে মুক্তি লভিয়া চরণ।

প্রভাতিল বিভাবরী ; বর বধূ লয়ে
চলি গেলা দেবগণ কৈলাস আলয়ে
আশ্বাসিয়া গিরিরাজে। বৃক্ষ লতা যত
সমীরের তালে তালে নাচিল সকলে।
খেলিছে প্রেমের খেলা সূর্য্য রশ্মি গুলি
জাহ্নবী সলিলে মৃদু দুলিয়া দুলিয়া।
শান্তিপূর্ণা হ'ল ধরা। ত্রিদশ আলয়ে
সঘনে দুন্দুভি ধ্বনি উঠিল বাজিয়া।
মাতৃহারা নন্দী ভৃঙ্গি হারানিধি পেয়ে
'মা মা' রবে হ'ল পুনঃ হর্ষে আত্মহারা ;
বিজন কৈলাসপুরী পূর্ণ হল আজি,
গাহিলা প্রকৃতি সতী-মিলনের গান ;
শান্তিময় ত্রিভুবন, নাচিলা ধরণী।
কৈলাসের সেই তরু সেই কুঞ্জবন
আবার কোকিল গানে হইল সজীব।
আচম্বিতে আলো করি কৈলাস শিখর
বসিলেন শিলাসনে শিব পাশে উমা,
গলায় তারার মালা মরি কি বাহার,
সীমন্তে সিন্দুর জ্বলে নক্ষত্র সমান,
করণে কনকফুল করে ঝল্ মল্ ,
অসিত চাচর চুল বাতাসের ভরে
উড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে ঢাকিয়ে আনন।

মুগ্ধ নেত্রে রূপ হেরি যত দেবগণ
বসিলেন চারি দিকে সারি সারি সারি।
দাঁড়ায়ে নারদ ঋষি বিভোর পরাণে
ঝঙ্কারি আপন বীণা ধরিলেন তান,—

আমার সাধের বীণা ধীরে বাজরে!
তেজের সনে শক্তি মিলেছে
আর কার ভয় রাখরে?
বীণা বাজরে—বীণা বাজরে!

যুগল মিলন হের সবে আসি—
নধর অধরে মৃদু মৃদু হাসি,
প্রেম সোহাগে ঢ'ল ঢ'ল মন
চরণ ছু'করে ধররে!—
বীণা বাজরে—বীণা বাজরে!

ফুটিয়া উঠেছে গরিমা অতুল,
শ্বেত ঘন বামে বিজলীর ফুল
পাইবে হেথা প্রেমের মূল
পরাণের ভুল ভাঙ্গরে,—
বীণা বাজরে—বীণা বাজরে!

এযে আলাপন মধুর ভীষণ,
অরাতি নাশিতে কঠিন মিলন,
সার্থক আঁখি হেরিয়া শুধু
শ্রীপদ কমল পুজরে,—
বীণা বাজরে—বীণা বাজরে !

তবে দেবগণ কর কারে ভয়,
তারক অসুর আর কোথা রয় ?
শক্তি হইতে সন্তান হবে
তূর্ণ নাশিবে তাহারে,
নির্ভয়ে সবে রহরে,—
বীণা বাঁজরে—বীণা বাজরে !

সমাপ্ত ।